NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ সিটের প্রতি আস্থা নেই, ভরসা কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তে: অর্জুন সিং

কম দামে সোনা বিক্রির নামে টাকা লুঠ ব্যবসায়ীর, ধৃত ২ ৩

কলকাতা ৬ নভেম্বর ২০২৫ ১৯ কার্তিক ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ১৪৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 06.11.2025, Vol.19, Issue No. 145, 8 Pages, Price 3.00

বিহারে আজ প্রথম দফা

■ বিহারে বৃহস্পতিবার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। এই দফায় বিহারের ১৮টি জেলার ১২১টি বিধানসভা আসনে হবে ভোটগ্রহণ। প্রথম দফায় ভাগ্যপরীক্ষা হবে ১,৩১৪ জন প্রার্থীর। যে জেলাগুলিতে এদিন ভোটগ্রহণ হবে, সেই জেলাগুলির মধ্যে রয়েছে - পাটনা, বৈশালী, নালন্দা, ভোজপুর, মুঙ্গের, সরণ, সিওয়ান, গোপালগঞ্জ ও মুজফফরপুর। ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য ৪৫, ৩৪১টি ভোটকেন্দ্র থেকে ওয়েবকাস্টিং করা হবে। রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র আধা সামরিক বাহিনী সমস্ত ভোটকেন্দ্রে মোতায়েন থাকবে।

মৃত বেড়ে ১২

■ বিলাসপুরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়েছে। সূত্রের খবর, বুধবার সকাল পর্যন্ত ১২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত একাধিক, তাঁদের অনেকেই আশঙ্কাজনক। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ বিলাসপুর স্টেশনের কাছে ঘটে এই মর্মান্তিক ঘটনা। রেলের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে স্থানীয় যাত্রীবাহী ট্রেনটি (ডেমু) লাল সিগন্যাল অমান্য করার কারণে। রেলওয়ে বোর্ডের একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বিলাসপুর থেকে করবার গেভরা যাচ্ছিল ওই ডেমু ট্রেনটি। মাঝপথেই গাতোরা ও বিলাসপুর স্টেশনের মাঝামাঝি এলাকায় সেটি একটি মালগাড়ির পেছনে গিয়ে ধাক্কা মারায় এই দুর্ঘটনা।

মৃত ৬ পুণ্যার্থী

■ উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলায় কালকা-হাওড়া মেল ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে ৬ পুণ্যার্থীর। বুধবার সকালে মির্জাপুরের চুনার রেলস্টেশনে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পবনকুমার গাঙ্গোয়ার জানিয়েছেন, কার্তিক পূর্ণিমার পবিত্র স্নানের জন্য তীর্থযাত্রীদের নিয়ে যাওয়া গোমোহ-প্রয়াগরাজ বারওয়াদিহ যাত্রীবাহী ট্রেনটি সোনভদ্র থেকে সকাল ৯.১৫ মিনিটে ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছয়। ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে নামার পরিবর্তে, বিপরীত দিক থেকে নেমে ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছানোর জন্য রেললাইন পার হওয়ার চেষ্টা করলে, সেখানেই কালকা মেল ট্রেনের ধাক্কায় মারা যান পুণ্যার্থীরা। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন।

মেয়র মীরা-পুত্র

■ প্রথম দক্ষিণ এশীয় তথা ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম মেয়র পেল নিউ ইয়র্ক। ইতিহাস গড়লেন স্বনামধন্য পরিচালক মীরা নায়ারের পুত্র তথা ডেমোক্র্যাট নেতা জোহরান মামদানি। নিউ ইয়র্কের প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমো এবং রিপাবলিকান দলের প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়াকে হারিয়ে ১১১তম মেয়র হয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, এক শতাব্দীর মধ্যে মামদানি হচ্ছেন সবচেয়ে কনিষ্ঠ মেয়র। উল্লেখ্য, বছর ৩৪-এর মামদানির জন্ম উগান্ডার কাম্পালায়। তাঁর বাবা বিখ্যাত লেখক মাহমুদ মামদানি। তিনি মুম্বইতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

আবেগঘন আবহেই হরমনপ্রীতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর: বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ঐতিহাসিক জয়ের প্রশংসায় ভাসালেন মেয়েদের। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বুধবার বিকেলেই ৭ লোককল্যাণ মার্গে পৌঁছন হরমনপ্রীতরা। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে তাঁরা দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গত ২ নভেম্বর নবি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ভারত প্রথমবারের মতো আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ জয় করে ইতিহাস গড়েছে। এই ঐতিহাসিক জয়ের পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ছিল এক আবেগঘন মুহূর্ত। প্রধানমন্ত্রী মোদী টিম ইন্ডিয়ার এই অসাধারণ পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বজয়ের স্বাদ পেয়েছেন হরমনপ্রীতরা। ঐতিহাসিক এই সাফল্যে এখন সেলিব্রেশনের মুডে আসমুদ্রহিমাচল। গোটা দলের জন্য ৫১ কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। কয়েকদিন পরে হয়তো বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। তার আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতীয় দলের সঙ্গে দেখা করলেন। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, নিজের বাসভবনে বিশ্বকাপজয়ী দলকে সংবর্ধনা দিয়েছেন মোদী। বিশেষ বার্তাও দিয়েছেন হরমনপ্রীত কৌরদের।

তবে গোটা বিশ্বজয়ী দল এদিন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ছিল না। বিশ্বকাপ ফাইনালের প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ শেফালি ভার্মা দিল্লিতে যেতে পারেননি। কারণ ঘরোয়া ক্রিকেটে উত্তরাঞ্চলকে নেতৃত্ব দেবেন তিনি। টি-২০ টুর্নামেন্ট খেলতে শেফালি ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন নাগাল্যান্ডে। তবে ভারতীয় দলের অন্যান্য সদস্যরা শেফালির অবদানের কথা মোদীকে জানিয়েছেন। চ্যাম্পিয়নের মেডেল না পেলেও বিশ্বকাপজয়ী দলের সঙ্গে মোদীর বাসভবনে গিয়েছিলেন প্রতীকা রাওয়ালও। এদিন ভারতীয় দলের ব্লেজার পরে মোদীর বাসভবনে গিয়েছিলেন স্মৃতি মান্ধানারা। বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়েই গিয়েছিলেন তাঁরা। ঘণ্টাদুয়েক পরে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ছাড়ে জেমাইমা রডরিগেজদের টিমবাস।

সূত্রের খবর, আগামিকালই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করতে পারেন রিচা ঘোষরা। সেই সাক্ষাতের পর ক্রিকেটাররা যে যাঁর বাড়ি ফিরে যাবেন। উল্লেখ্য, দিল্লির তাজ প্যালেস হোটেলে রয়েছে ভারতীয় দল। পুষ্পবৃষ্টি, ঢোল বাজিয়ে স্বাগত জানানো হয় গোটা দলকে। যেহেতু মহিলা ক্রিকেটারদের ঘিরে উন্মাদনা বাড়ছে, তাই দিল্লির একাধিক জায়গায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

হরিয়ানার ভোটে ব্রাজিলের মডেল, রাহুলের 'এইচ-বোমা'য় আলোড়ন

অভিযোগ ওড়াল কমিশন, 'মিথ্যাবাদী' তকমা সাইনির

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর: এসআইআর আবহ এবং বিহারে প্রথম দফা নির্বাচনের ঠিক আগের দিন 'এইচ-বোমা' ফাটালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। 'ভোট চুরি'র চাঞ্চল্যকর অভিযোগে ফের সরব হলেন রাহুল। তাঁর দাবি, শুধু মহারাষ্ট্র বা কর্নাটক নয়, ২০২৪ সালে হরিয়ানা ভোটেও ব্যাপক কারচুপি হয়েছে। তাঁর অভিযোগের আঙুল নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির দিকে। রাহুলের অভিযোগ, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নষ্ট করতে বিজেপি 'পরিকল্পিত' কৌশল নিয়েছিল হরিয়ানায়। আর সবটাই জানত নির্বাচন কমিশন। রাহুলের দাবি, 'কংগ্রেসকে হারাতে হরিয়ানায় বিজেপি কমিশনের সঙ্গে আঁতাঁত করেছিল।' বিরোধী দলনেতার এই অভিযোগে পালটা সরব হয়েছে কমিশনও। তাদের প্রশ্ন, ভুয়ো ভোটার সম্পর্কে এত তথ্য যখন জানেন, তখন অভিযোগ করেননি কেন? রাহুলকে 'মিথ্যাবাদী' বলে তোপ দেগেছেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনিও।

বুধবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে করেন রাহুল। ভিডিও প্রেজেন্টেশনের পাশাপাশি হাজির করানো হয় 'ভোটচুরির শিকার' লোকজনকেও। লোকসভার বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেন, হরিয়ানায় ২ কোটি ভোটারের তালিকায় ২৫ লক্ষ ভুয়ো ভোটার

ঢোকানো হয়েছিল। যা মোট ভোটারের ১২ শতাংশ। এইভাবে সে রাজ্যে কংগ্রেসকে বিধানসভা ভোটে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাকে 'সিস্টেম্যাটিক ম্যানিপুলেশন' আখ্যা দিয়েছেন এই কংগ্রেস নেতা। রাহুল দাবি করেন, ভোটার তালিকায় সীমা, সুইটি, সরস্বতী-সহ বিভিন্ন নামে এক ব্রাজিলের মডেলের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। সেই মডেলের ছবিও দেখান তিনি। এই মডেল 'সম্ভবত' ২২ বার ভোট দিয়েছেন। রাহুলের প্রশ্ন, কে ইনি? রাহুল যে ব্রাজিলিয়ান মডেলের কথা বলছেন তাঁর নাম, ম্যাথুজ ফেরেরো! রাহুলের দাবি, ওই মডেল হরিয়ানার অন্তত ১০টি ভিন্ন বুথে ভোট দিয়েছেন! তবে ভিন্ন নামে। শুধু ওই মডেলের ছবি নয়, রাহুল আরও এক মহিলার কথা বলেছেন।

তাঁর দাবি, হরিয়ানার এক বিধানসভা কেন্দ্রে একই মহিলার ছবি সংবলিত ১০০টি ভোটার কার্ড মিলেছে! তিনি উদাহরণ হিসাবে এক মহিলার ছবি দেখান। রাহুল দাবি করেন, দু'টি ভোটকেন্দ্রের ভোটার তালিকায় অন্তত ২২৩ বার রয়েছে।

'সেনার কোনও জাত-ধর্ম নেই'

রাহুলের মন্তব্যে পালটা রাজনাথ

পাটনা, ৫ নভম্বের: দেশের ৯০ শতাংশ দলিত। তাদের শাসন করে বাকি ১০ শতাংশ। সেনাকেও নিয়ন্ত্রণ করে ওই ১০ শতাংশই। রাহুল গান্ধির এই মন্তব্যকে খণ্ডন করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। বুধবার তিনি অভিযোগ করেন, সেনার মধ্যেও বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা করছেন কংগ্রেস নেতা। রাজনাথ বলেন, 'সেনার কোনও জাত-ধর্ম নেই।'

মঙ্গলবার বিহারের এক সভা থেকে রাহুল বলেন, 'দেশের জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ দলিত, মহাদলিত, পিছড়ে বর্গ, অতি পিছড়ে বর্গ বা সংখ্যালঘু। অথচ, দেশের সব সংস্থা, সব সম্পদের নিয়ন্ত্রণ বাকি ১০ শতাংশের হাতে। এমনকী, সেনাকেও নিয়ন্ত্রণ করে ওই ১০ শতাংশ।' রাহুলের এই মন্তব্যে ফুঁসে ওঠে বিজেপি। বিহারের ভোটমঞ্চ থেকেই লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'সেনাবাহিনীতে সংরক্ষণের দাবি করে অরাজকতা তৈরি করার চেষ্টা করছেন রাহুল গান্ধি।' 'সেনাকে রাজনীতিতে টেনে আনা হচ্ছে' বলেও কংগ্রেস নেতার নিন্দা করেন রাজনাথ। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই দেশজুড়ে জাতিগত জনগণনা নিয়ে সরব রাহুল। বিহারের ভোটের মুখেও তিনি ফেরাতে চাইছেন 'মণ্ডল রাজনীতি'। নিজেকে তিনি দলিত-আদিবাসীদের মসিহা হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। আর সেই চক্করে বিহারে গিয়ে সেনাকে জড়িয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন তিনি। রাহুল বলেন, 'আপনি যদি দেশের সেরা ৫০০ সংস্থার শীর্ষকর্তাদের তালিকা তৈরি করেন, তা হলে দেখবেন সেই তালিকায় একজনও দলিত বা আদিবাসীর নাম নেই। সবাই উপরতলার ওই ১০ শতাংশের প্রতিনিধি। সব চাকরি ওরাই পায়। এমনকী সশস্ত্র বাহিনীও ওদের নিয়ন্ত্রণে। বাকি ৯০ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব কোথাও নেই।'

বেআইনি সম্পত্তি বাজেয়াপ্তে 'মডেল এজেন্সি' ইডি

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর: আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে তদন্তে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) নানা সময়ে বহু অভিযুক্তের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। এবার সেই প্রক্রিয়ার প্রশংসা করল আর্থিক নয়ছয়, তথা সন্ত্রাসে আর্থিক মদত বিষয়ক আন্তর্জাতিক নজরদার সংস্থা ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ)। শুধু তা-ই নয়, ইডি-কে একটি 'মডেল সংস্থা' হিসাবেও উল্লেখ করেছে তারা।

সম্প্রতি সম্পত্তি পুনরুদ্ধার নির্দেশিকা সংক্রান্ত এফএটিএফ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সেই রিপোর্টে অপরাধ এবং আর্থিক নয়ছয়ের সঙ্গে যুক্ত সম্পত্তি কার্যকর ভাবে বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া নিয়ে ভারতের পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে ভারতের যে আইনি বিধান রয়েছে, তারও প্রশংসা করেছে এফএটিএফ। এছাড়াও, তারা জানিয়েছে, ইডির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নীল নকশা অনেক বেশি গোছানো, প্রযুক্তিগত সমৃদ্ধ।

এফএটিএফ ভারতের আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইনের প্রশংসা করেছে। তারা উল্লেখ করেছে, এই সংক্রান্ত বিধান কোনও অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগেই অপরাধে যুক্ত অর্থ এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার 'সবুজ সঙ্কেত' দেয়। ভারতের বিভিন্ন কার্যকর তদন্তকারী সংস্থা নিজেদের মধ্যে যে সমন্বয় করে কাজ করে, তা যথেষ্ট প্রশংনীয়। এই সমন্বয়ের কথা বলতে গিয়ে এফএটিএফ সিবিআই, ইডি এবং ভারতের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের (এফআইউ-আইএনডি) উল্লেখ করেছে। আর্থিক অপরাধ শুধু খুঁজে বার করা নয়, তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ এবং বিচারব্যবস্থাকে একত্রীভূত করাকে 'মডেল' হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, কী ভাবে ধারাবাহিক নীতি, আইনি ক্ষমতায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে সমন্বয় করে অভিযুক্তদের অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যায়, তার বাস্তবিক রূপ তুলে ধরে ইডি। ভারতের সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা যথেষ্ট কার্যকরী। শেষে এফএটিএফ দাবি করেছে, অন্য সদস্যগুলির উচিত এক্ষেত্রে ভারতকে অনুসরণ করা। ভারতের এ ধরনের বেশ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছে এফএটিএফ। সেখানে বিনিয়োগ জালিয়াতি মামলা, কর্পোরেট বন্ড কেলেঙ্কারি, সমবায় ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারির মতো উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিশ্বের কোনও দেশের আর্থিক মদতে সন্ত্রাস বা জঙ্গি কার্যকলাপ হচ্ছে কি না, তার উপর কড়া নজর রাখে এফএটিএফ। তাদের রিপোর্ট সব সময়ই গুরুত্ব পায়। কোনও দেশকে আর্থিক সাহায্য বা ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে এফএটিএফ-এর মতামত খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। জঙ্গিগোষ্ঠীগুলিকে আর্থিক মদত দেওয়ার অভিযোগে পাকিস্তানকে দীর্ঘ দিন ধরে ধূসর তালিকাভুক্ত করে রেখেছিল এফএটিএফ।

উত্তরবঙ্গে কমিশনের প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে এসআইআর চালুর পর পরই উত্তরবঙ্গে এল নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল। উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় এসআইআরের কাজ খতিয়ে দেখবেন তাঁরা। বুধবার সন্ধ্যায় বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামার পর বৃহস্পতি, শুক্র, শনিবার পর্যন্ত কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির বিভিন্ন বুথে এসআইআরের কাজ দেখবেন তাঁরা। এই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এসবি জোশী, ডেপুটি সেক্রেটারি অভিনব আগরওয়াল। এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে সোজা গাড়িতে নিজেদের গন্তব্যের দিকে চলে যান তাঁরা।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার এই প্রতিনিধি দল যাবে আলিপুরদুয়ারে। সেখানে সীমান্ত এলাকা ঘুরে দেখবে তারা। খতিয়ে দেখবে এসআইআরের কাজকর্ম খতিয়ে দেখবে। এছাড়াও কমিশনের প্রতিনিধি দল যাবে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়িতে। সেখানে বুথ লেভেল অফিসারেরা (বিএলও) ঠিক ভাবে কাজ করছেন কি না, তাঁদের কোথাও কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, সে সব খতিয়ে দেখবেন প্রতিনিধি দলের তিন সদস্য।

ভাঙড়ে আত্মঘাতী যুবক! নেপথ্যে এসআইআর নাকি দাম্পত্য কলহ?

মৃত সফিকুল গাজির ভাই কুতুবুদ্দিন গাজির দাবি, এসআইআরের আতঙ্কে মৃত্যু হয়নি ভাইয়ের। স্বামী-স্ত্রীর অশান্তির কারণেই আত্মহত্যা করেছে সফিকুল, দাবি করেন তিনি। তিনি দাবি করেন, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে বাবার নাম রয়েছে, তা হলে ভাইয়ের আত্মহত্যা করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। দাম্পত্য-কলহের কারণেই এই মৃত্যু। আর তা ধামাচাপা দিতে এসআইআর আতঙ্কের মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে।

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাঙড়: এসআইআর আবহে রাজ্যে ফের আত্মহত্যার ঘটনার অভিযোগ। এবারের ঘটনা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের চালতাবেড়িয়া অঞ্চলের জয়পুর গ্রামে। মৃত যুবকের নাম সফিকুল গাজি (৩৫)। বুধবার সকালে নিজের ঘর থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় সফিকুলের। গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। পরিবার সূত্রে জানা যায়, সফিকুল বিয়ের পর থেকে ঘরজামাই হিসেবে শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন। নিজের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার ঘুসিঘাটা এলাকায় হলেও, নিজের বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে বনিবনা না-হওয়ায় শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন তিনি। পেশায় ফুচকা বিক্রেতা ছিলেন।

অভিযোগ, নিজের পৈতৃক বাড়িতে এসআইআর সংক্রান্ত যাবতীয় নথি আনতে গেলে তাঁকে তা দেওয়া হয়নি। প্রয়োজনীয় সঠিক নথি না থাকার কারণে মানসিক অবসাদে ভুগছিল বলে দাবি মৃতের স্ত্রীর। আর সেই কারণেই আত্মঘাতী হয়েছেন বলে দাবি সফিকুলের স্ত্রী মরিদা বিবির। তিনি বলেন, এসআইআর আতঙ্কে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে স্বামী। এই খবর ছড়িয়ে পড়তে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে আসে উত্তর কাশীপুর থানা পুলিশ। ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লাও আসেন মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে। তিনিও দাবি করেন, এসআইআর আতঙ্কের জেরেই আত্মঘাতী হয়েছেন সফিকুল। পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দেন তিনি।

এদিকে, মৃত সফিকুল গাজির ভাই কুতুবুদ্দিন গাজির দাবি, এসআইআরের আতঙ্কে মৃত্যু হয়নি ভাইয়ের। স্বামী-স্ত্রীর অশান্তির কারণেই আত্মহত্যা করেছে সফিকুল, দাবি করেন তিনি। তিনি দাবি করেন, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে বাবার নাম রয়েছে, তা হলে ভাইয়ের আত্মহত্যা করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। দাম্পত্য-কলহের কারণেই এই মৃত্যু। আর তা ধামাচাপা দিতে এসআইআর আতঙ্কের মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারাও দাবি করেন, এসআইআর নিয়ে মৃত্যু হয়নি, পারিবারিক অশান্তির কারণেই মৃত্যু হয়েছে। যদিও এই মৃত্যু নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। ঠিক কী কারণে মৃত্যু হল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩০/১০/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ১০১৮৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sita Gupta W/o. Late Dilip Gupta & D/o. Late Raghunandan Shaw, R/o. Dharampur M. G. Road, Chinsurah, Hooghly-712101, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামীর (Dilip Gupta was an Employee of Berger Paints India Ltd.) EPFO-এর P.P.O /P.P.F.-এ আমার সঠিক নাম Sita Gupta, সঠিক জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৬৫-এর পরিবর্তে Sita Devi, জন্ম তারিখ ৩১.১২.১৯৬০ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। Sita Gupta ও Sita Devi W/o. Late Dilip Gupta & D/o. Late Raghunandan Shaw উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ।

নাম-পদবী

গত ০৩/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৫৫৯ নং এফিডেভিট বলে Prasanta Kumar Mallick S/o. Mahadeb Mallick ও Prasanta Mallick S/o. M. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৫৫৬ নং এফিডেভিট বলে Debashish Maiti S/o. Netai Maiti ও Debasis Maity S/o. N. C. Maity সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৫৫৭ নং এফিডেভিট বলে Tarun Adhikary S/o. Manindra Nath Adhikary ও Tarun Adhikari S/o. B. Adhikari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/১০/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ১০২৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Kausar Mallick S/o. Late Abdul Geni Mallick, সাং বড়খেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Kausar Mallick & Swapan Mallick ও আমার পুত্র Hanif Mallik & Hanif Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৬ ই নভেম্বর। ১৯ শে কার্তিক । বৃহস্পতি বার। প্রতিপদ তিথী। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে সকালে দোষ নেই, বেলা ৮/৩৭ র পর দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখবর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। । আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যাটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন। বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

(শ্রী শ্রী কাত্যায়নী দেবীর পূজা। নবদ্বীপ ধামে ভাঙ্গা রাস। সাহিত্যিক নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

AFFIDAVIT

I **Pushpa Bibi** W/O- Rajib Karikar, Resident of Vill & P.O. Srikhanda, P.S- Katwa, Dist- Purba Bardhaman, W.B. (**Suman Karikar** is my son) That **Pushpa Bibi** and **Puspa Karikar** is the same and one identical person. Vide affidavit In the court of the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Katwa, Dist- Purba Bardhaman, W.B., Date -03/11/2025.

নাম-পদবী

গত ৩১/১০/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ১০২৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Kausar Mallick S/o. Late Abdul Geni Mallick, সাং বড়খেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Kausar Mallick, Kawsar Mallick, Swapan Mollick & Swapan Mallick ও আমার পুত্র Mahabbat Mallick, Mohabbat Mallick & Mahabbat Mallik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ।

নাম-পদবী

গত ০৩/১১/২০২৫, S.D.E.M., চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে ৩৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Laxmi D/o. Srinesh Kumar নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Saira Alam নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হলাম।

নাম-পদবী

গত ৩১/১০/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ১০২৪৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Kausar Mallick S/o. Late Abdul Geni Mallick, সাং বড়খেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Kausar Mallick, Kausar Mallik, Cowser Mallick & Swapan Mallick ও আমার পিতা (বর্তমানে মৃত) Abdul Geni Mallick, Abdulgeni Mallik, Gyani Mallick & Abdul Gani Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৯/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ৯৬৮৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Babita Devi W/o. Ram Ishwar Sah, D/o. Suresh Prasad, R/o. Jhappukur Colony Math, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Babita Sah (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Babita Devi & Babita Sah W/o. Ram Ishwar Sah, D/o. Suresh Prasad, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Basant Raj Sah.

নাম-পদবী

গত ১২/০৯/২০২৪, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৪০৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Syed Sahensad Hossain S/o. Syed Liyakat Hossain, R/o. Furfura Miyajan Para, Jangipara, Hooghly-712706, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Syed Sahensad Hossain, Motivulla, Saiyad Shensad Hossain, Saiyad Sahensad Hossain & Saiyed Sahensad Hossain ও আমার পিতা Syed Liyakat Hossain, Liyakat Hossain & Liyakat সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

CHANGE OF NAME

I, Sawkat Ali, S/o. Sekh Sadek Ali, residing at Vill- Balikukhari, P.O- Harit, P.S- Dadpur, Dist- Hooghly have changed my name and shall henceforth be known as Sekh Shaokat Ali as declared before the First Class Judicial Magistrate, Judges Court, Hooghly, vide affidavit no- 9698, dated- 08/10/2025. Sawkat Ali and Sekh Shaokat Ali both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sk Mostafa, S/o. Sk Abu Bakkar, residing at Vill- Dumurpur, P.O- Satithan, P.S- Dadpur, Dist- Hooghly have changed my name and shall henceforth be known as Sk Golam Mustafa as declared before the First Class Judicial Magistrate, Judges Court, Chinsurah, Hooghly, vide affidavit no. 10339, dated 03/11/2025. Sk Mostafa and Sk Golam Mustafa both are same and identical person.

নাম-পদবী

আমি Syed Ahmed পিতা- Banamali Mondal ঠিকানা- গ্রাম- Nurpur পোঃ- Srikrishnapur, থানা- Ashoknagar জেলা-২৪ Pgs. (N) পিন -৭৪৩৭১১ কিন্তু আমার পাসপোর্টে (নং- N5460915) আমার পিতার নাম লেখা আছে Md Banamali Mia 03/11/2025 তারিখে Ld Judical Magistrate 1st Class Barasat Court Affidavit (No-5822) বলে আমার পিতা Banamali Mondal ও Md Banamali Mia এক ও অভিন্ন ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হলো।

CHANGE OF NAME

I, No. G/5028129YRFN/GD Prosenjit Panjai, S/o- Sagar Tirtha Panjai hereby declare that in my father's documents his name was recorded as Sagar Tirtha Panjai. Vide an affidavit Sl. No. 13 sworn before the Notary Public at Krishnagar, Nadia on 03-11-2025 it is proved that Sagar Tirtha Panjai and Sagar Tirtha Panjai is the same and one identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা-হুগলী, মোকাম চুঁচুড়া, ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সেশন জজ হুগলী
মিস কেস নং-৪৬/২০২৫

দরখাস্তকারিনী :- ১। **শ্রীমতি রঞ্জিতা রাউথ,** স্বামী- মৃত প্রভাত জয়সওয়ারা, ২। **সঙ্গীতা দাস,** স্বামী- মৃত চন্দন জয়সওয়ারা,
নাবালিকাগন :- ১। **ডিম্পল জয়সওয়ারা,** ২। **তানি জয়সওয়ারা,** উভয়ের পিতা-মৃত প্রভাত জয়সওয়ারা, ৩। **আরহি জয়সওয়ারা,** পিতা- মৃত চন্দন জয়সওয়ারা, উল্লিখিত দরখাস্তকারীগন ও নাবালিকাগন এর সাকিম - ১১ রবীন্দ্রভবন রোড, পো: ও থানা-শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২০১ ।

এতদ্বারা জানাইতেছি যে, অত্র মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারীনি দ্বয় ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সেশন জজ হুগলী চুঁচুড়া আদালতে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির উপরিউক্ত নাবালিকাগনের অংশ বিক্রয় করিবার জন্য তাহাদের অভিভাবক হিসাবে ২০২৫ সালের মিস কেস ৪৬ নং হিন্দু, মাইনোরিটি গারজেনশিপ এ্যাক্ট- ১৮৯০ -এর ৮(২) ধারামতে মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন, যাহা উক্ত আদালতে বিচারাধীন আছে।

সেকারনে জানানো যাইতেছে যে, এই উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত মিস কেসের দরখাস্তের বিরুদ্ধে উপরিউক্ত ব্যক্তির বা অপর কোনও ব্যক্তির কোনরূপ কোনও আপত্তি থাকিলে তাহারা নিজ অথবা উকিলবাবু মারফৎ আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা একতরফা শুনানী মতে উক্ত মোকর্দ্দমাটি নিস্পত্তি হইবে।

তপশীল

মৌজা- শ্রীরামপুর, জে.এল. নং-১৩, সি.এস. দাগ নং-৩২৭৪, সি.এস. খতিয়ান নং- ৬৭২, এল.আর. দাগ নং- ৪১৬৬, ৪১৬৭, এল.আর.খতিয়ান নং-১৮৭৫/১, মোট সম্পত্তি ২ (দুই) কাঠা ১০ (দশ) ছটাক বাস্তু, ওয়ার্ড নং- ১০, হোল্ডিং নং- ১৩, রবীন্দ্রভবন সরনী, পোঃ ও থানা- শ্রীরামপুর।

দরখাস্তকারিনীদ্বয়ের পক্ষে -
প্রিয়াঙ্কা দে (উকিলবাবু)

আদেশানুসারে
অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সেশন জজ হুগলী, চুঁচুড়া

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমি সবিতাব্রত ব্রহ্মচারী, আইনজীবি, হলদিয়া আদালত, অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানাইতেছি যে আমার মক্কেলদ্বয় যথাক্রমে **১) জলি মণ্ডল শাসমল** প্রকাশিত **জলি মণ্ডল** পিতা- ৺শম্ভুনাথ মণ্ডল, স্বামী- অশোক শাসমল, সাকিন ও পোষ্ট- ধামতোড়, থানা- ডেবরা, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন নং- ৭২১১২৬ বর্তমান ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং-এ-৭/১৬, ই.কে.টি.পি., ফেজ-২, ই.কে.টি কোলকাতা পিন নং- ৭০০১০৭ এবং **২) পলি প্রধান** প্রকাশিত **পলি মণ্ডল প্রধান** পিতা- ৺শম্ভুনাথ মণ্ডল, স্বামী-শঙ্কর প্রধান, সাকিন, পোষ্ট ও থানা- বেলদা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন নং- ৭২১৪২৪ এই ঠিকানার অধিবাসী হইতেছেন।

আমার মক্কেলদ্বয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অধীন সুতাহাটা থানার অন্তর্গত তাহাদের নামিত দেউলপোতা (জে.এল. নং- ৪৫) মৌজায় এল.আর. খতিয়ান নং- ১৪৯৫, ২২৪৬ এবং ২৪৬৪ (**জলি মণ্ডল শাসমল** প্রকাশিত **জলি মণ্ডল** এর নামিত) এবং এল. আর. খতিয়ান নং- ২৪৬৩ ও ২২৪৫ (**পলি প্রধান** প্রকাশিত **পলি মণ্ডল প্রধান** এর নামিত) ১৫১ দাগ সহ আরো অন্যান্য দাগে তাহাদের নামিত বেশ কিছু সম্পত্তি রহিয়াছে। উল্লিখিত মক্কেলদ্বয়ের মধ্যে **জলি মণ্ডল শাসমল** প্রকাশিত **জলি মণ্ডল** পিতা- ৺শম্ভুনাথ মণ্ডল, স্বামী- অশোক শাসমল, ইংরাজী ০৪-০১-২০০৬ তারিখে সম্পাদিত এবং ঐ তারিখে সুতাহাটা এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১নং আমামোক্তার./ Power of Attorney দলিল (যাহার বুক নং - IV) দ্বারা তাহার মাতা **সাধনা মণ্ডল** স্বামী- ৺ শম্ভুনাথ মণ্ডল, সাকিন- দেউলপোতা, পোষ্ট-বাড়বাসুদেবপুর, থানা- সুতাহাটা, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর এবং পিন নং- ৭২১৬৪৫ এর অধিবাসীকে Attorney বা আমামোক্তার হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন। অনুরূপ ভাবে **পলি প্রধান** প্রকাশিত **পলি মণ্ডল প্রধান** পিতা-৺শম্ভুনাথ মণ্ডল, স্বামী-শঙ্কর প্রধান, ইংরাজী ২৫-০১-২০০৬ তারিখে সম্পাদিত এবং ঐ তারিখে সুতাহাটা এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫নং আমামোক্তার/Power of Attorney দলিল (যাহার বুক নং-IV) দ্বারা তাহার মাতা **সাধনা মণ্ডল** স্বামী- ৺শম্ভুনাথ মণ্ডল, সাকিন- দেউলপোতা, পোষ্ট- বাড়বাসুদেবপুর, থানা- সুতাহাটা, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর এবং পিন নং- ৭২১৬৪৫ এর অধিবাসীকে Attorney বা আমামোক্তার হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন। উল্লিখিত আমামোক্তার, **সাধনা মণ্ডল** স্বামী- ৺শম্ভুনাথ মণ্ডল, Power of Attorney দলিল দ্বারা তাহাদের নামিত সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার সমূহ ক্ষমতা সহ অন্যান্য সমূহ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। অত্র আমমোক্তার/ Power of Attorney নামা দলিলের ক্ষমতা দ্বারা আমার/ মক্কেলদ্বয়ের নামিত সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে তাহাদের/মক্কেলদ্বয়ের কোন আপত্তি থাকিবে না।

উপরিউক্ত বিষয়টির জন্য কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় অবহিত করিতে বলা হইতেছে।

তারিখ ০৮-১০-২০২৫
গ্রাম- আশদতলিয়া, পোষ্ট ও থানা সুতাহাটা
জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর। পিন নং- ৭২১৬৩৫

Sabitabrata Brahmachari
Advocate, Haldia Court
En No. WB/1132/2013
Bar Council of West Bengal

CHANGE OF NAME

I, CHHABITA KUNDU wife of RADHA RAMAN KUNDU resident of Dankuni railway gate No.9 beside, Girl's High School P.O and P.S, Dankuni, District- Hooghly pincode- 712311, have changed my name from CHABITA KUNDU/CHABI KUNDU to CHHABITA KUNDU vide affidavit No. 9671 dated 27th Oct. 2025 sworn before the First Class Judicial Magistrate at Chinsurah, Hooghly. Henceforth, I shall be known as CHHABITA KUNDU instead of CHABITA KUNDU/ CHABI KUNDU and all my relevant documents should be corrected accordingly. It is further stated that CHHABITA KUNDU, CHABITA KUNDU and CHABI KUNDU is the same and one identical person.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

রাজ্যে ফের শুরু হতে চলেছে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রায় তিন বছর বন্ধ থাকার পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজ্যে ফের শুরু হতে চলেছে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প। রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে খবর, আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। খুব শিগগিরই প্রকল্পের কার্যক্রমও শুরু হবে।

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত জব কার্ড হোল্ডারদের তথ্য যাচাই ও ই-কেওয়াইসি আপডেটের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে কাজটি সম্পূর্ণ হয়নি। এখন দ্রুততার সঙ্গে সেই প্রক্রিয়া শেষ করতে জেলাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে ২ কোটি ৫৬ লক্ষের বেশি জব কার্ড হোল্ডার রয়েছেন। তাঁদের সিংহভাগের আধার লিঙ্ক সম্পূর্ণ হলেও, ই-কেওয়াইসি আপলোডের সময় বহু আধিকারিক প্রযুক্তিগত সমস্যায় পড়ছেন। বিভিন্ন জেলা থেকে খবর, সার্ভার বারবার ডাউন হয়ে যাওয়ায় কাজ বিলম্বিত হচ্ছে। তবে দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এটি সাময়িক সমস্যা। একসঙ্গে বহু কেওয়াইসি আপলোড হলে সিস্টেমে চাপ পড়ে। ধীরে ধীরে সব তথ্য আপডেট হয়ে যাবে, যাতে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী দ্রুত প্রকল্প শুরু করা যায়।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগে ২০২১ সাল থেকে কেন্দ্রীয় অর্থপ্রবাহ বন্ধ ছিল। এর ফলে রাজ্যের লক্ষাধিক শ্রমিক কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় রাজ্য সরকার আদালতের দ্বারস্থ হয়। গত ১৮ জুন কলকাতা হাইকোর্ট রায় দেয়, কোনও কর্মসূচি অনির্দিষ্টকাল বন্ধ রাখা যায় না। আদালত কেন্দ্র ও রাজ্যকে নির্দেশ দেয়, শর্তসাপেক্ষে দ্রুত প্রকল্প চালু করতে হবে। এরপর কেন্দ্রীয় সরকার সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে। কিন্তু ২৭ অক্টোবর দেশের সর্বোচ্চ আদালত হাইকোর্টের রায় বহাল রাখে এবং কেন্দ্রের আবেদন খারিজ করে দেয়। আদালতের পর্যবেক্ষণ, আমরা মনে করি না যে হাইকোর্টের আদেশে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন রয়েছে। ফলে এখন রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ পুনরায় চালুর পথে আর কোনও আইনি বাধা নেই। নবান্ন জানিয়েছে, আদালতের নির্দেশ মানতে সরকার আর বিলম্ব করতে চায় না। প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে ইতিমধ্যেই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে এবং পর্যবেক্ষণের জন্য গঠন করা হয়েছে একটি উচ্চপর্যায়ের টাস্কফোর্স।

রাজনৈতিক দিক থেকেও এই রায় তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ থাকা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী-সমর্থককে নিয়ে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের অফিস অভিযানে গিয়েছিলেন। আদালতের এই রায়কে তাই তৃণমূল রাজনৈতিক সাফল্য হিসেবে তুলে ধরছে।

এসআইআর-এ নিযুক্ত চার হাজার শিক্ষক, বিপর্যস্ত বাংলার স্কুলশিক্ষা !

তীব্র ক্ষোভ সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ পুনর্বিবেচনা অভিযান বা এসআইআর (স্পেশ্যাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন) শুরু হতেই নতুন এক শিক্ষাসঙ্কট দেখা দিয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের হিসেবে, প্রায় চার হাজারেরও বেশি শিক্ষককে এই নির্বাচনী দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে। ফলে রাজ্যের বহু সরকারি স্কুলে পড়াশোনার হাল ভয়ানকভাবে বিপর্যস্ত।

বিভিন্ন জেলার স্কুল থেকে একের পর এক অভিযোগ আসছে, একজন শিক্ষককেই এখন একাধিক শ্রেণির পাঠদান করতে হচ্ছে, পাশাপাশি প্রশাসনিক কাজও সামলাতে হচ্ছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সেই শিক্ষকদের ব্লক লেভেল অফিসারের (বিএলও) দায়িত্বেও ডাকা হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পড়াশোনা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে অভিভাবক ও শিক্ষামহলের দাবি।

নির্বাচন কমিশন আগেই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এসআইআর একটি পূর্ণকালীন দায়িত্ব। জেলা প্রশাসনের তরফে সেই নির্দেশ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে প্রতিটি স্কুলে। অর্থাৎ, এই সময়ে যে শিক্ষকরা কমিশনের কাজে যুক্ত, তাঁদের আপাতত স্কুলে যোগ দেওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তে অনেক শিক্ষক স্বস্তি পেলেও অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা গভীর উদ্বেগে। কারণ, শিক্ষকদের অনুপস্থিতিতে স্কুলে পাঠদান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এবং ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ছে।

সমস্যা মোকাবিলায় জেলা শিক্ষা দপ্তর পাশের স্কুল থেকে শিক্ষক পাঠানোর চেষ্টা করছে, তবে শিক্ষকসংখ্যার ঘাটতি থাকায় সেই ব্যবস্থাও কার্যকর হচ্ছে না। ফলে পরিস্থিতি সামাল দিতে এখন প্রশাসনের বিশেষ উদ্যোগের প্রয়োজন বলেই মনে করছেন শিক্ষা মহলের অনেকে।

এক শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে এমনিতেই

শিক্ষকসংখ্যা কম। এখন এসআইআর -এর কাজে চার হাজার শিক্ষক যুক্ত হওয়ায় আগামী কয়েক মাস পঠনপাঠনের অবস্থা আরও করুণ হয়ে উঠবে।

এই পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, শিক্ষকদের যদি এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেত, সেটাই সবচেয়ে ভালো হত। যদিও শেষ কবে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি নিয়োগ হয়েছিল, তা কেউ বলতে পারবেন না। এই রাজ্যে স্কুল, কলেজ, এমনকি ক্লারিক্যাল পদেও বহু বছর ধরে নিয়োগ বন্ধ। সরকারের হাতে সেই কর্মীবলই নেই যাদেরকে তারা নির্বাচন কমিশনের কাজে পাঠাতে পারত। রাজনীতিকদের একাংশের দাবি, নিয়োগে স্থবিরতা ও কর্মীস্বল্পতার জেরেই আজ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার এমন বেহাল দশা। এখন প্রশ্ন একটাই;এসআইআর চলাকালীন এই শিক্ষক সঙ্কট কাটাতে রাজ্য সরকার ও প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেবে, তা নিয়েই জল্পনা তুঙ্গে।

ওর একটাই পরিচয় পিসির ভাইপো, অভিষেককে তীব্র কটাক্ষ শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কার্তিক পূর্ণিমা ও দেব দীপাবলির উপলক্ষে কাঁকিনাড়া গঙ্গা আরতি সমিতির তরফে বুধবার সন্ধেয় কাঁকিনাড়া গঙ্গা ঘাটে আরতির আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত গঙ্গা আরতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ গ্রহণ করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র নিশানা করেন। শুভেন্দুর কটাক্ষ, ওর একটাই পরিচয় 'পিসির ভাইপো'। ওর পাশ থেকে পুলিশ সরে গেলে, আর পিসি প্রাক্তন হয়ে গেলে, ওর দিকে কেউ মুখ তুলে তাকাবে না। প্রসঙ্গত, রাজ্যের দিকে দিকে বিএলও-দের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠছে। এপ্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, আজ বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র অফিসার জ্ঞানেশ ভারতী-সহ অনেকেই বাংলায় আসছেন। আমরা নির্বাচন কমিশনের অফিসারদের কাছে অভিযোগ জানাতে প্রস্তুত আছি। তিনি বলেন, বিএলও-রা তৃণমূলের চাপে যা করছেন, সেটা খুব ভুল কাজ হচ্ছে। এদিন তিনি বিএলও-দের শুধরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। বিহার প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, ৫২ জন বিএলও জেলে আছেন। ৪৩২ জন বিএলও-র নামে অভিযোগ জমা পড়েছে। তাই বঙ্গের বিএলও-দের তিনি বদলে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন। অন্যথায় তাদের অবস্থাও হবে বিহারের মতোই। বিএলও-দের উদ্দেশ্যে শুভেন্দু বলেন, যারা হুমকি দিচ্ছেন, তাদের বিরুদ্ধে বিএলও-রা অভিযোগ জানান। কিন্তু বিএলও-রা যদি রাজনৈতিক আনুগত্যে করে থাকেন তাহলে বিএলও-দের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হবে। শুভেন্দু জানান, ইতিমধ্যেই তিনি ১৮২ টা অভিযোগ সংগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটা নির্বাচন কমিশনে জানিয়েছেন। আর কয়েকটা সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি তুলে ধরেছেন। তাঁর হুঁশিয়ারি, আগামী ১১ নভেম্বর থেকে বিএলও-রা অন্যায় করলে কেউ ছাড় পাবেন না। কাঁকিনাড়া গঙ্গা ঘাটে এদিন হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং, ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি ও সহ-সভাপতি যথাক্রমে তাপস ঘোষ ও প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, প্রাক্তন জেলা সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং, কৌস্তভ বাগচী, কৌশিক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রয়াত বর্ষীয়ান সাংবাদিক অচিন রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত বর্ষীয়ান সাংবাদিক অচিন রায়। বুধবার কলকাতার নিজস্ব বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি তাঁর স্ত্রী ও এক পুত্রকে রেখে গেলেন। অচিনবাবু তাঁর কর্মজীবনে সংবাদ সংস্থা পিটিআই এর নানা পদে কাজ করেছেন, এছাড়া বিদেশি সংবাদদাতা হিসেবে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতেও কাজ করেছেন। এছাড়া পিটিআই এর বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে দিল্লিতে কাজ করেছেন। এছাড়া কলকাতার অফিসের দায়িত্বও সামলেছেন। তিনি দৈনিক স্টেটসম্যানে কনসাল্টিং এডিটর হিসেবেও কাজ করেছেন।

এছাড়া তিনি বই লেখালিখির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজনীতি, আর্থ-সামাজিক বিষয় নিয়ে তিনি বই লিখেছেন। কলকাতা প্রেস ক্লাবে তাঁর প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২, বৃহস্পতিবার

বেটিং কাণ্ড

■ বেটিং কাণ্ডে গ্রেপ্তার আরও এক। এর আগে খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাবের টিম ম্যানেজার আকাশ দাস এবং মিডিয়া ম্যানেজার রাহুল সাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বেলেঘাটা থেকে সুজয় ভৌমিকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দারা। জানা গিয়েছে, সুজয় মূলত কলকাতা ময়দানে ফুটবলার সাপ্লাইয়ারের কাজ করেন। বিভিন্ন ক্লাবগুলোতে ফুটবলার নাম পেশ করতেন। কলকাতা লিগে খেলা বেশ কয়েকটি ক্লাবে ফুটবলার সাপ্লাইও করতেন এই সুজয়। পাশাপাশি তদন্তকারীরা এও জানতে পেরেছে, ম্যাচ ফিক্সিংয়ে অভিযুক্ত সুজয় ভৌমিকের ছিল বাংলাদেশ পালানোর পরিকল্পনা। লালবাজার সূত্রে খবর, ম্যাচ ফিক্সিংয়ে ধরপাকড় শুরু হতেই সুজয় কলকাতা ছেড়ে অন্যত্র পালানোর পরিকল্পনা করেন। এদিকে আবার ২ নভেম্বর রাতে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাদের হাতে গ্রেপ্তার হন দু'জন। এরপরেই কলকাতা থেকে গা ঢাকা দেওয়ার পরিকল্পনা। তবে কাজের কাজ কিছু হয়নি। মঙ্গলবার মাঝ রাতে বনগাঁর সীমান্ত এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে লালবাজারের গোয়েন্দারা। বেটিং অ্যাপের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার তদন্ত করছে ইডি। বেশ কয়েক জন অভিনেতা-অভিনেত্রীও এই মামলায় তদন্তকারীদের আতশকাচের নীচে। সেই দুর্নীতিতে নাম জড়ায় সৌরভ চন্দ্রকর এবং রবি উপ্পলের!

সংশোধন সুযোগ

■ মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে ফি-বছরই নজরে আসে অ্যাডমিট কার্ডে ভুল সংশোধনের জন্য একের পর এক আবেদন জমা পড়ছে। এবার সেই চাপ কমাতে এবার পড়ুয়াদের রেজিস্ট্রেশন-এর তথ্য 'এডিট' বা সংশোধন করার সুযোগ দিচ্ছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তবে পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, এরপরেও ভুল থাকলে, তার দায় নিতে হবে স্কুলগুলিকেই। শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে তাদের জরিমানার নিদানও দেওয়া হয়েছে পর্ষদের তরফে। এদিকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে খবর, ২০২৫ সালের যারা নবম শ্রেণিতে পড়ছে, ২০২৭ সালে তাঁরা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। তাদেরই রেজিস্ট্রেশন শুরু হতে চলেছে। সেখানেই এই নতুন নিয়ম কার্যকর করার কথা জানিয়েছে পর্ষদ। ফলে নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের রেজিস্ট্রেশন নির্ভুল করার জন্য স্কুলগুলোকে আরও বেশি সময় দিচ্ছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে যদি কোথাও কোনও ভুল থেকে যায়, তা হলে আগামী ৬ থেকে ১৫ নভেম্বরের মধ্যে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে তা সংশোধন করার সুযোগ পাওয়া যাবে। তবে ১৫ নভেম্বরের পরে আর এই সংশোধনের সুযোগ মিলবে না বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে। এরপরেও ভুল থেকে গেলে জরিমানা মূল্য দিয়ে তা সংশোধন করাতে হবে।

বিস্ফোরক সুকান্ত

■ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ফের বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা, সততা ও নৈতিকতার সম্পূর্ণ অবক্ষয় ঘটেছে বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, এই রাজ্যের মানুষের কাছে এ চিত্র শুধু দুর্ভাগ্যের নয়, এক গভীর লজ্জার প্রতিচ্ছবি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে পুলিশের ভৃত্যসুলভ, কাপুরুষোচিত ও চাটুকার চরিত্র প্রতিদিনই নগ্নভাবে প্রকাশ পাচ্ছে; এটাই তার জীবন্ত প্রমাণ। সুকান্তর তোপে সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছে কলকাতা পুলিশের ভূমিকা। তাঁর অভিযোগ, মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিলে কলকাতা পুলিশের যে দাসসুলভ আচরণ দেখা গেল, তা স্পষ্ট প্রমাণ করছে;এই বাহিনীর নৈতিক মেরুদণ্ড বহু আগেই ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার অভিযোগে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যেই পুলিশ প্রশাসনকে তৃণমূলের ভৃত্য, বহনকারী, আর রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করেছেন। জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বদলে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য এখন শাসকদলের তোষণ, আর নেত্রীপূজার চরম আস্ফালন।

ভুয়ো পাসপোর্ট মামলার তদন্তে ইডির স্ক্যানারে খড়দার ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন, খড়দা: ভুয়ো পাসপোর্ট মামলার তদন্তে ইডির স্ক্যানারে খড়দার ব্যবসায়ী বিনোদ গুপ্তার বিদেশ যাত্রা। এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের তদন্তকারীদের দাবি, গত ১০ বছরে ৯০০ বার ব্যাংকক গিয়েছেন এই ব্যবসায়ী। ১০ বছরে এতবার বিদেশ ভ্রমণ কেন তারই খোঁজ চালাচ্ছেন ইডির আধিকারিকরা। ভুয়ো পাসপোর্ট মামলার নেটওয়ার্ক খুঁজতে গত সোমবার নদিয়া-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। সেই সূত্রেই মঙ্গলবার খড়দার ব্যবসায়ী বিনোদ গুপ্তের বাড়িতেও যান তদন্তকারীরা। গভীর রাত পর্যন্ত ওই ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চলে। দীর্ঘ তল্লাশিতে একাধিক নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই সব নথি রীতিমতো সন্দেহজনক বলে দাবি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের।

এদিকে এই ব্যবসায়ীর দাবি, তাঁর মশলার ব্যবসা রয়েছে। সেই কাজের জন্যেই বারবার বিদেশ যাত্রা। যদিও তা মানতে নারাজ তদন্তকারীর। ইডি সূত্রে খবর, মশলা ব্যবসার পাশাপাশি বিনোদ গুপ্তের ফরেক্সের ব্যবসাও রয়েছে। সেই ব্যবসার সূত্রে বিনোদ গুপ্তের বারবার ব্যাংকক যাত্রা কিনা খতিয়ে দেখছেন আধিকারিকরা। শুধু তাই নয়, ব্যবসায়ীর আর্থিক লেনদেনও যথেষ্ট সন্দেহজনক বলে দাবি ইডি। ফলে ফের একাধিক প্রশ্নের উত্তর জানতে ফের বিনোদ গুপ্তকে জেরা করতে পারে কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থা।

এদিকে কসবায় পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র সংলগ্ন পাশের একটি দোকানে জাল পাসপোর্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে তল্লাশি চালানো হয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফ থেকে। একই সঙ্গে তল্লাশি চালানো হয়েছিল খড়দায়। এদিকে ইডি সূত্রে খবর, এই দুটি জায়গারই বিগত পাঁচ বছরের জিমেলের ব্যাকআপ ও গুগলের যাবতীয় ডেটা সংগ্রহ করে এনেছেন আধিকারিকরা। বিগত পাঁচ বছরে কাদের-কাদের পাসপোর্ট সংক্রান্ত আবেদন এই সংস্থা করেছে, সেই আবেদনে কী কী নথি ব্যবহার করা হয়েছে বা কারা-কারা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল সেই সমস্ত কিছু জানার চেষ্টা করছেন তাঁরা। আর সেই কারণে ইডির নজরে মূলত এবার ইমেল এবং জিমেল ডেটা।

ইডি সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই এই তথ্যগুলি তাঁরা ফরেন্সিকে পাঠাবেন। খড়দায় তল্লাশির পরেও ব্যবসায়ী বিনোদ গুপ্তার জিমেল থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয় ইডির তরফ থেকে।

উল্লেখ্য, পাসপোর্ট জালিয়াতি মামলায় সোমবার থেকে ফের তৎপর ছিলেন ইডি আধিকারিকরা। নদিয়ার চাকদায় একটি কাঠের মিস্ত্রির বাড়িতে তল্লাশি চালান তাঁরা। এর পাশাপাশি খড়দায় চলে তল্লাশি।

‘বন্দে মাতরম’ নিয়ে কংগ্রেস-তৃণমূলের রাজনীতি লজ্জাজনক

বিস্ফোরক শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'বন্দে মাতরম' শুধু একটি স্লোগান নয়, এটি ভারতীয় আত্মার উচ্ছ্বাস। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণপ্রেরণা হয়ে ওঠা এই গানটির ১৫০তম বর্ষপূর্তিতে এমনভাবেই বার্তা দিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বুধবার সল্টলেকের বিজেপি রাজ্য কার্যালয় থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি বলেন, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'বন্দে মাতরম' আজও বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, সেনাশিবির ও সীমান্তে অনুরণিত হয়। এটি শুধু এক ঐতিহাসিক গান নয়; এটি এক অটুট জাতীয় চেতনা। তিনি ঘোষণা করেন, ৫ নভেম্বর থেকে গোটা বছরজুড়ে দেশজুড়ে পালন করা হবে 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০তম বর্ষপূর্তি।

শমীক ভট্টাচার্য বলেন, অনেক বিপ্লবী 'বন্দে মাতরম' উচ্চারণ করেই ফাঁসির মঞ্চে উঠেছিলেন। মাতঙ্গিনী হাজরা সেই ডাক বুকে নিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। অথচ, কংগ্রেস একসময় দিল্লির রাস্তায় নেমে বলেছিল; মুসলমানরা এই গান গাইতে পারবে না! তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনপ্রিয় রাজনীতিক হিসেবে উত্থিত হচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রতিবাদ করেননি। তিনি আরও অভিযোগ করেন, ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি 'বন্দে মাতরম'কে ভাগ করে দেয়; কয়েকটি স্তবক বাদ দেওয়া হয়। আমরা চাই নতুন প্রজন্ম যেন পুরো গানটি জানে, সংক্ষিপ্ত নয়। শমীক বলেন, আমরা গর্ব করি; 'বন্দে মাতরম'-এর জন্মভূমি বাংলা। কিন্তু আজ এই বাংলাতেই কিছু রাজনীতিক 'বন্দে মাতরম'-এর বিরোধিতা করছেন; এটা লজ্জার।

বিজেপি সভাপতি বলেন, বন্দে মাতরম যখন রাজনৈতিক বিতর্কে পরিণত হল, তখন সৌগত রায় বলেছিলেন এই গান সাম্প্রদায়িক রং বহন করে! প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও মন্তব্য করেছিলেন; তিনি বিস্মিত, কিভাবে বঙ্কিমচন্দ্র এমন 'আনন্দমঠ' লিখতে পারলেন! কিন্তু এই গানই একদা ভাষা ও প্রাদেশিক ভেদরেখা মুছে সমগ্র ভারতকে একত্র করেছিল। আজ যখন কিছু রাজনৈতিক দল এর বিরোধিতা করছে, তা সত্যিই লজ্জাজনক। শেষে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের নতুন প্রজন্মকে জানতে হবে 'আনন্দমঠ'-এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট; বুঝতে হবে কীভাবে 'বন্দে মাতরম' ভারতের আত্মাকে কণ্ঠ দিয়েছে। এটি ভারতের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রতীক। তাই গোটা বছরজুড়ে নানা কর্মসূচি, বিতর্কসভা, সাংস্কৃতিক আয়োজনের মাধ্যমে 'বন্দে মাতরম'-এর বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

কম দামে সোনা বিক্রির নামে টাকা লুঠ ব্যবসায়ীর, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাজারমূল্যের থেকে কম দামে সোনা বিক্রি করতে চান, এমনই 'টোপ' দেওয়া হয়েছিল ব্যবসায়ীকে। আর সেই ফাঁদে পা দিয়েই কম দামে সোনা কিনতে গিয়ে ৫ লক্ষ টাকা খোয়ালেন পার্ক স্ট্রিটের এক ব্যবসায়ী। এক বন্ধুকে নিয়ে আকাশ গুপ্তা নামে ওই ব্যবসায়ী পঞ্চসায়রের খেলার মাঠের কাছে পৌঁছলে পুলিশ পরিচয় দিয়ে দুই অভিযুক্ত তাঁর কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকা নিয়ে পালায়। তবে অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নেমে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পঞ্চসায়র থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ২ জনের নাম নূর ইসলাম ও সোমনাথ চক্রবর্তী। ঢোলারহাট থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পঞ্চসায়র থানার পুলিশ। নূরের বাড়ি ঘোলায় আর সোমনাথ ব্যারাকপুরের বাসিন্দা।

পঞ্চসায়র থানা সূত্রে খবর, কম দামে সোনা বিক্রি করতে চান জানিয়ে ব্যবসায়ী আকাশ গুপ্তাকে টোপ দিয়েছিলেন অভিযুক্তরা। এরপর মঙ্গলবার দুপুরে পার্ক স্ট্রিট এলাকার ওই ব্যবসায়ীকে পঞ্চসায়র খেলার মাঠের কাছে ডেকে পাঠানো হয়। কথামতো মঙ্গলবার দুপুরে রাজু সরকার নামে এক বন্ধুকে নিয়ে পঞ্চসায়রে খেলার মাঠের কাছে পৌঁছে যান আকাশ গুপ্তা। তখন নূর ইসলাম ও সোমনাথ নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে ভয় দেখান ব্যবসায়ীকে। তারপর তাঁর কাছে থাকা পাঁচ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন। শুধু তাই নয়, ব্যবসায়ীর বন্ধুকে নিজেদের গাড়িতে তুলে নিয়ে ঘড়ি এবং মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেন অভিযুক্তরা। পরে রাজু সরকারকে অজয়নগর এলাকায় গাড়ি থেকে নামিয়ে নূর ও সোমনাথ পালিয়ে যান। এরপরই পঞ্চসায়র থানার অভিযোগ দায়ের করেন ওই ব্যবসায়ী। ঘটনার তদন্তে নেমে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদিন তাঁদের আদালতে তোলা হলে বিচারক ১২ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ফের নিম্নচাপ হাজির হলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা কম দক্ষিণবঙ্গে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের হাজির আরও এক নিম্নচাপ। আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, আগামী ২৪ ঘণ্টায় তা ক্রমশ সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। এর প্রভাবে আপাতত উত্তাল থাকবে সমুদ্র। হালকা বৃষ্টিও হতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। আগামী কয়েক দিন দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়া মোটের উপর শুষ্কই থাকবে। তবে শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার কিছু কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের কোথাও আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ সরে উত্তরপূর্ব বঙ্গোপসাগরে এগোচ্ছে। এটি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণ বাংলাদেশ সংলগ্ন উপকূলে অবস্থান করবে। ফলে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন মায়ানমার ও বাংলাদেশ উপকূলে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। আগামী সোমবার পর্যন্ত সমস্ত জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া এবং পরিষ্কার আকাশ। বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত নেই। উইকেন্ডে খুব সকালে শীতের আমেজ সামান্য বাড়বে। সকালে দু-এক জায়গায় হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিমের জেলায় ২০ ডিগ্রির নীচে তাপমাত্রা রয়েছে। রাতে ও সকালের দিকে মিলবে হালকা শীতের আমেজ। তবে এখনই খুব বেশি পারদ পতন নয়। একটানা শুষ্ক আবহাওয়া।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত নেই। সামান্য কমতে পারে আগামী দু'দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে। আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। রৌদ্রজ্জ্বল পরিবেশ। উইকেন্ডে শীতের আমেজ একটু বাড়তে পারে।

এদিকে বৃহস্পতিবার থেকে রৌদ্রজ্জ্বল পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা। তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন নেই। কলকাতায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে। সকালে খুব হালকা শীতের অনুভূতি। কোথাও কোথাও হালকা ধোঁয়াশা এবং কুয়াশা থাকবে। পরে পরিষ্কার আকাশ। উইকেন্ডে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। ২০-২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকবে। রাতে ও সকালে হালকা শীতের অনুভূতি বাড়তে পারে।

কলকাতায় বুধবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। মঙ্গলবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৭ থেকে ৭৮ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২২ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

সিটের প্রতি আস্থা নেই, ভরসা কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চলতি বছরের ২৬ মার্চ ঘটনার প্রেক্ষিতে আদালতের নির্দেশ মতো বুধবার বেলায় জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। অভিযোগ দায়ের করার পর প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, গত ২৪ অক্টোবর হাইকোর্ট রায় দিয়েছে, থানায় এফআইআর দায়ের করার। তাছাড়া পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে সিট গঠন করে উক্ত ঘটনা তদন্ত করার। আদালতের নির্দেশ মতোই এদিন তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এদিন প্রাক্তন সাংসদ সাফ জানিয়ে দেন, সিটের প্রতি তাঁর আস্থা নেই। কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তের দাবিতে তিনি হাইকোর্টে আবেদন জানাবেন। তাঁর অভিযোগ, বাংলার পুলিশ পুরোপুরি দলদাসে পরিণত হয়েছে। একজন নাগরিককে অভিযোগ করতে গেলে আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়। অথচ একজন সমাজবিরোধী যিনি তৃণমূল করেন, তাঁর অভিযোগ অনায়াসে গ্রহণ করা হয়। সেই অভিযোগ মোতাবেক তাঁকে একদিনে ছয়টি নোটিস পাঠিয়ে থানায় ডাকা হয়। এতেই প্রমাণিত বাংলার পুলিশ পুরো দলদাসে পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের গত ২৬ মার্চ জগদ্দলের মেঘনা মিলের গেটে বড় ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। ওই ঘটনা নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন নিয়ে জানান, মেঘনা মিলের গেটের সামনে তৃণমূলের দুটি গোষ্ঠী নমিত সিং এবং ফিরোজের টিম ঝামেলা করেছিল। সেই ঘটনায় তাঁর বাসস্থান মজদুর ভবনের পাশের গলিতে গুলি চলেছিল। গুলির আওয়াজ পেয়েই তিনি ঘটনাস্থল মেঘনা গেটে পৌঁছতেই ওঁরা গুলি চালিয়ে পালাতে থাকে। শিব মন্দিরের গলিতে তিনি এক ব্যক্তিকে লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। টোটোতে চাপিয়ে তাঁকে তিনি হাসপাতালে পাঠান। তাঁর অভিযোগ, সেদিন তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা-গুলি চলেছিল। কিন্তু পুলিশ কোনও অভিযোগ নেয়নি। উল্টে নমিত সিং তাঁর বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ করেছিল। তাঁর দাবি, সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট দেখা গেছে, নমিত সিং ও তেলুয়া গুলি চালিয়েছে। পরবর্তীতে পুলিশ নাকি একজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। আরেকজনকে গ্রেপ্তার করেনি। পুলিশের পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে তাই তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁর দাবি, মমতা ব্যানার্জিকে ঝেটিয়ে বিদায় না করা পর্যন্ত, তাদের লড়াই জারি থাকবে। প্রসঙ্গত, ব্যারাকপুর, হিঙ্গলগঞ্জ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপির বুথ লেভেল এজেন্ট আক্রান্ত হচ্ছেন। এপ্রসঙ্গে তিনি দাবি করেন, নির্বাচন কমিশন পদক্ষেপ না নিলে ভোট হবে না। বাংলার সাধারণ মানুষজন বলছেন, এসআইআর হলে তৃণমূল সরকার বিদায় নেবেই।

মূর্তি গড়তে মিলছে না মাটি, খড়, অশনি সংকেত বাংলার মৃৎশিল্পে

শুভাশিস বিশ্বাস

বাঙালির পুজোর মরশুম শেষ। তবে আগামী পুজো মরশুমের জন্য এক অশনি সঙ্কেতের আভাস দিলেন মৃৎশিল্পীরা। কারণ, বহুবিধ। যেমন তাঁরা সমস্যায় পড়ছেন মাটি নিয়ে। আর মাটি না পেলে প্রতিমা গড়া তো একেবারে সম্ভব নয়। তবে এই সমস্যা নাকি বুঝতে পারছে না রাজ্য সরকার।

এই ব্যাপার নিয়ে আলাপচারিতায় সর্বভারতীয় অনুন্নত কুম্ভকার সমিতির সম্পাদক নির্মল পাল জানান, শুধু মৃৎশিল্পী-ই নয়, সব কুম্ভকারকে মাটি কিনতে হচ্ছে অত্যন্ত বেশি দামে। শুধু তাই নয়, যে মাটি তাঁরা কিনছেন তা আসছে চোরাপথে। ফলে প্রায়শই পুলিশি ঝামেলার মুখেও পড়তে হয় তাঁদের। শুধু তাই নয়, বালির মতোই মাটি নিয়েও এক সিন্ডিকেট চলছে রাজ্যে। ফলে মাটি কিনতে হয় প্রচুর চড়া দামে। বালির ক্ষেত্রে যেমন রাজ্য সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে ঠিক সেইরকম মাটির ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। এই প্রসঙ্গে নির্মলবাবু এও জানাতে ভোলেননি, যে মাটি তাঁরা চড়া দামে চোরাপথে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন তার একটা বড় অংশ রাজস্ব হিসেবে সরকারি কোষাগারে জমা হওয়ার কথা। তবে তা হচ্ছে না। ফলে ক্ষতি হচ্ছে রাজ্যেরই। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার একটু সচেতন হলে একটা বৃহৎ পরিমাণ অর্থ এই কুম্ভকারদের কাছ থেকে পেতে পারে রাজ্য সরকার।

সমস্যার এখানেই শেষ নয়, আরও বহুবিধ সমস্যার মুখোমুখি এই কুম্ভকাররা। যেমন এই কুম্ভকারদের মধ্যে যাঁরা মূলত মাটির মূর্তি গড়েন তাঁদের একটা বড় মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে খড়। কারণ, ধান থেকে চাল বার করার পর চাষের জমিতেই পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে খড়। এদিকে দুর্গা-কালী বা জগদ্ধাত্রী, এমনকী সরস্বতী মতো পুজোতেও বড় আকারের প্রতিমা বানানোর চাহিদা থাকে। যেখানে বড় আকারের খড়ের আঁটি প্রয়োজন। খড় না হলে প্রতিমার রূপদান করা যে কোনও মৃৎশিল্পীর কাছে প্রায় অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে সর্ব ভারতীয় অনুন্নত কুম্ভকার সমিতির হুগলি জেলার সম্পাদক জগন্নাথ পাল জানান, মাটির মতোই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে খড়ও। আর তাও যদি বা মিলছে তা মেশিনে কাটা। ফলে তা আকারে অনেক ছোট। এদিকে বড় আকারের প্রতিমা তৈরি এই ছোট খড়ের আঁটিতে খুব দুরূহ। ফলে এই খড় যাতে মৃৎশিল্পীরা পান তারও একটা সুবন্দোবস্ত করতে হবে রাজ্য সরকারকেই। নতুবা, ঘোরতর সংকটে পড়তে চলেছে বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প। শুধু তাই নয়, এমন ঘটনা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন পুজোতে বড় মূর্তি গড়া সমস্যা হবে।

এর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে তৈরি হয়েছে মূর্তি বহনে সমস্যাও। জলপাইগুড়িতে একটি কুমোরপাড়া থাকলেও সেখান থেকে যে রাস্তাটি দিয়ে মূর্তি বহন করে নিয়ে যাওয়া হত তা বন্ধ করা হয়েছে বেশ কিছুকাল। ফলে খানা-খন্দে ভরা দীর্ঘ রাস্তা দিয়ে মূর্তি বহন করে নিয়ে যেতে অনেক সময়েই তা ভেঙেও যাচ্ছে। এতে বিস্তর ক্ষতি হচ্ছে মৃৎশিল্পীদের। এ ব্যাপারেও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন এই সর্বভারতীয় অনুন্নত কুম্ভকার সমিতির সদস্যরা।

এর পাশাপাশি এই আলাপচারিতায় উঠে আসে আরও বেশ কিছু প্রসঙ্গ। যেমন, এই কুম্ভকারদের উন্নতির জন্য একটি বোর্ড গঠন করা প্রয়োজন বলে মনে করেন সর্বভারতীয় অনুন্নত কুম্ভকার সমিতির সদস্যরা। কুর্মি থেকে শুরু করে যারা অনুন্নত শ্রেণি বলে সমাজে পরিচিত তাঁদের উন্নতিকল্পে সরকারের তরফ থেকে বোর্ড তৈরি করা হয়েছে। তবে কুম্ভকারদের ক্ষেত্রে এমন কোনও বোর্ড গঠন করা হয়নি। এমনকী এই কুম্ভকারেরা পড়েন ওবিসি (এ) ক্যাটেগরিতেও। সেক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরি হচ্ছে তাঁদের এই সার্টিফিকেট পাওয়ার ক্ষেত্রেও। সেই কারণে এই সংগঠনের সদস্যরা জানান, তাঁদের ওবিসি (এ) সার্টিফিকেট পাওয়ার ক্ষেত্রে সমগ্র ব্যবস্থার সরলীকরণ আশু প্রয়োজন। এতে সরকারি সাহায্য পেতেও সুবিধা হবে এই কুম্ভকারদের বর্তমান প্রজন্মের। এরই রেশ টেনে তাঁরা এও জানান, এই কুম্ভকারদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যাঁরা বয়সে প্রবীণ। সরকারের তরফ থেকে এই প্রবীণ কুম্ভকারদের ৫ হাজার টাকা মাসিক ভাতা বাবদ দেওয়া হলে সুস্থ ভাবে বাঁচার স্বার্থকতা তাঁরা হয়তো খুঁজে পাবেন। এই প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় অনুন্নত কুম্ভকার সমিতির সদ্যরা এও জানান, আগামী ১৫ ডিসেম্বর সব জেলাশাসককে তাঁদের তরফ থেকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হবে। তারপর এই দাবি জানানো হবে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও।

পানিহাটিতে নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পড়শি নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে ধৃত এক মাঝবয়সি ব্যক্তি। বুধবার নক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে ঘোলা থানার পানিহাটি পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কালীতলা এলাকায়। অভিযোগ, বেসামাল অবস্থায় মাঝবয়সি অরুণ মুখার্জি পড়শি নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি করে। নাবালিকার চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে ওই ব্যক্তিকে পাকড়াও করে গণধোলাই দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় কাউন্সিলর তথা পানিহাটির পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সুভাষ চক্রবর্তী। তিনি পুলিশকে খবর দেন। ঘোলা থানার পুলিশ এসে অভিযুক্তকে পাকড়াও করে নিয়ে যায়। এই ঘটনা নিয়ে উপ-পুরপ্রধান সুভাষ চক্রবর্তী বলেন, স্থানীয় বাসিন্দা এক মহিলা ফোন করে তাঁকে ঘটনাটি জানায়। তিনি ওই মহিলাকে বলেন অভিযুক্তকে ধরে রাখতে। এরপর পুলিশ এসে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যায়। অভিযুক্তের শাস্তির দাবি করেছেন পানিহাটির উপ-পুরপ্রধান।

গুরু নানকের ৫৫৬ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গুরুদ্বারে মেয়র ববি হাকিমের শ্রদ্ধা।

সম্পাদকীয়

আদৌ এই সমাজ ব্যবস্থা SIR যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারবে তো?

মুখে যত সহজে বলা যায়, কাজটা ততটা সহজ নয় এটা সবাই জানে। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস, তার ভূগোল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতা, সামাজিকতা এসবের মিশ্রণে বহুমাত্রিক উপাদানের উপর আমরা দাঁড়িয়ে। যেমন ধরুন, দেশ ভাগ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে, স্বাধীনতায় সবচেয়ে বড় লড়াই করেছিল এই বাঙালিরা অথচ সেই বাঙালির স্বাধীনতার প্রাক্কাল থেকে অর্থাৎ ১৯৪৬ সাল থেকে একের পর এক গণহত্যা, গণধর্ষণ এবং নিজের বাস্তু ভিটে ছেড়ে তাদের বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। ইতিহাসের এ সত্য যে যে মতবাদেই বিশ্বাস করুক, অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করতে পারবেনা। অনেকেই বলেন হিন্দু বাঙালি তার অবস্থা অসহনীয় হয়ে পড়ছে ক্রমশ, আবার অনেকে হিন্দু বাঙালির ভবিষ্যৎ নিয়েও শঙ্কিত। অনেকে মনে করেন হিন্দু বাঙালির বিপদ দুদিকে। একদিকে অবাঙালিদের অর্থাৎ আর্যাবর্তের সংস্কৃতি অন্যদিকে বাংলাদেশে ইসলামিক মৌলবাদীদের আক্রমণ। এই দুইয়ের চাপে পড়ে গাজা স্ট্রিপের থেকেও খারাপ অবস্থা হয়ে যাবে না তো আমাদের সাধের পশ্চিমবঙ্গর ? আসলে বাঙালিদের কাছে এই নিবিড় সংশোধন শুধুমাত্র একটি নির্বাচনের প্রক্রিয়া নয়, বাঙালিদের কাছে এই ধরনের পদক্ষেপ অত্যন্ত সংবেদনশীল। কোথাও কোথাও অনেকেই মনে করেন বরাবরই বাংলা হিন্দুদের প্রতি গান্ধীজীর যে পরিমাণ মাহাত্ম থাকা দরকার ছিল, যে পরিমাণ বাংলার অত্যাচারী হিন্দুদের পাশে দাঁড়ানোর কথা ছিল অজ্ঞাত কারণে স্বয়ং গান্ধীজী তা করেননি। এ কারণে বঙ্গসমাজে যুগ যুগ ধরে গান্ধীর স্বপক্ষে যেমন অনেক বাঙালি গলা ফাটান, তেমন অসংখ্য বাঙালি আছেন যারা গান্ধীজিকে সবসময় তির্যক মন্তব্যে বৃদ্ধ করেন। সুতরাং বাঙালির গান্ধী সমালোচনা ইতিহাসের বৃত্তের বাইরের ঘটনা নয়। এই সময় দাঁড়িয়ে SIR যদি ঠিকভাবে বলবৎ হয় তাহলে এদেশে সাচ্চা মুসলমানদের যেমন ভয় নেই তেমন সাচ্চা হিন্দুদেরও ভয় নেই। মুশকিলটা শুধু একটাই। আদৌ এই সমাজ ব্যবস্থা SIR যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারবে তো?

আনন্দকথা

''কর্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে-কর্ম করতে বলেছে, কলিকালেকরা বড় কঠিন। অন্নগত প্রাণ। বেশি কর্ম চলে না। জ্বর হলে কবিরাজী চিকিৎসা করতে গেল এদিকে রোগীর হয়ে যায়। বেশি দেরি সয় না। এখন ডি গুপ্ত। কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নামগুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগই যুগধর্ম। (ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) তোমাদেরও ভক্তিযাগ তোমরা হরিনাম কর, মায়ের নামগুণগান কর, তোমরা ধন্য! তোমাদের ভাবটি বেশ। বেদান্তবাদীদের মতো তোমরা জগৎকে স্বপ্নবৎ বল না। ওরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী তোরা নও, তোমরা ভক্ত। তোমরা ঈশ্বরকে ব্যক্তি কক বল, (Person) বেশ। তোমরা ভক্ত। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁকে অবশ্য পাবে।''

দশম পরিচ্ছেদ

সুরেন্দ্রের বাড়ি নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে

জাহাজ কয়লাঘাটে এইবার ফিরিয়া আসিল। সকলে নামিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখেন, কোজাগরের পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে। ভাগীরথী-বক্ষ কৌমুদীর লীলাভূমি হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য গাড়ি আনিতে দেওয়া হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মাস্টার ও দু-একটি ভক্তের সহিত ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। কেশবের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলালও গাড়িতে উঠিলেন, ঠাকুরের সঙ্গে খানিকটা যাবেন।

গাড়িতে সকলে বসিলে পর ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কই তিনি কই — অর্থাৎ কেশব কই? দেখিতে দেখিতে কেশব একাকী আসিয়া উপস্থিত। মুখে হাসি। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে কে এঁর সঙ্গে যাবে? সকলে গাড়িতে বসিলে পর, কেশব ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও সস্নেহে সম্ভাষণ করিয়া বিদায় দিলেন।

গাড়ি চলিতে লাগিল। ইংরেজটোলা। সুন্দর রাজপথ। পথের দুইদিকে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা।

(ক্রমশ)

জন্মদিন

আজকের দিন

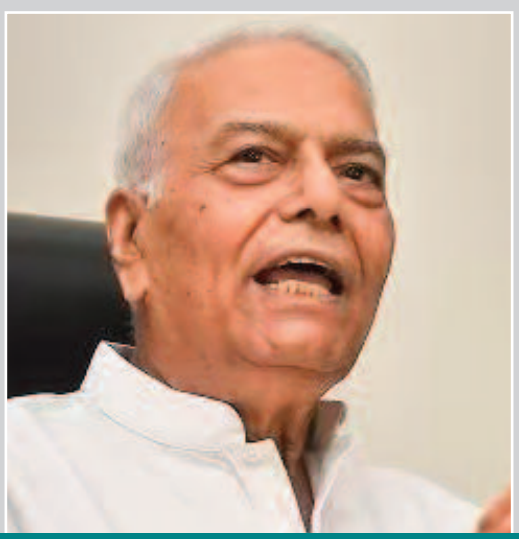

যশবন্ত সিনহা

১৯২৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৩৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ যশবন্ত সিনহার জন্মদিন।*
১৯৮১ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় সংগ্রাম মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

পশ্চিমবঙ্গে বেকারি নিরসনে সমুদ্রবন্দর ও জাহাজ পরিচালনার কাজে প্রচুর সম্ভাবনা

সত্যব্রত কবিরাজ

কথায় বলে আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে কি কাজ। কিন্তু এখন আদার ব্যাপারীরাও জাহাজের খোঁজ রাখছে। জলপথ তথা সমুদ্রপথেই যাবতীয় মূল্যবান দ্রব্যাদি ও তরল পরিবহণ করা হয় এখনও। কারণ জলপথেই অধিক পণ্য পরিবহণের খরচ সাশ্রয় হয়। এছাড়া অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরাপদে এবং কোনও প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই বিপুল পরিমাণ পণ্য পরিবহণ একমাত্র জলপথেই সম্ভব। এছাড়া জাহাজে বিভিন্ন কাজের জন্য বহু মানুষ কাজ করে থাকে। ভারতের অন্যান্য রাজ্য যেমন কেরল, তামিলনাড়ু, গুজরাত, মহারাষ্ট্রের দক্ষ এবং অদক্ষ কর্মীরাই বেশি সংখ্যায় জাহাজে কাজ করত এবং করে থাকে এখনও। পশ্চিমবঙ্গের মাছভাতে থাকা যুবকদের তেমনভাবে জাহাজে কাজ করতে দেখা যেত না। সে সরকারি হোক বা বেসরকারি বাণিজ্যিক জাহাজ যে ক্ষেত্রেই হোক। সময়ের সাথে সাথে বেকারি বেড়েছে, জন সংখ্যার চাপ বাড়ায় কাজের চাহিদা যেমন বেড়েছে তেমনই কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাও বেড়েছে। বাঙালি যুবকদের মধ্যে যে কোনও কাজে যোগ দেওয়ার প্রবণতাও বেড়েছে। এখন আর পছন্দ মতো কাজের খোঁজ করার ক্ষেত্রে তেমন উৎসাহ আর থাকছে না। কিছু দিন আগেই এক সরকারি পরিসংখ্যানে শ্মশানে ডোমের কাজে ম্যানেজমেন্ট পাশ করা প্রার্থীকেও আবেদন করতে দেখা গিয়েছে। তো জাহাজের মতো দীর্ঘ যাত্রাপথে পাড়ি দেওয়া কোনও অসুবিধা হতে পারে না। বাঙালিদের মধ্যে একটি জাহাজে একনাগাড়ে ছয়মাস ধরে আটকে থাকার ধৈর্য দেখা যেত না। কিন্তু সময় এবং পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে বাঙালি যুবকদের মানসিকতারও পরিবর্তন হয়েছে। যেমনটা দেখা যায় এক সময়ে কলকাতার রাস্তায় কেবল পাঞ্জাবি যুবকদেরই ট্যাক্সি চালাতে দেখা যেত। বাঙালি বা অন্য প্রদেশের মানুষ এই পেশায় তেমন দেখা যেত না। বর্তমানে ঠিক বিপরীত দৃশ্য দেখা যায়। পাঞ্জাবি ট্যক্সি চালক এখন কলকাতায় দেখাই যায় না। সে জায়গায় বাঙালি বা অন্য প্রদেশের যুবকরাই সে জায়গার দখল নিয়েছে। ম্যানেজমেন্ট পাশ করা বাঙালি যেমন এখন ডোমের কাজ করতেও পিছপা নয় তেমনই যে কোনও ঝুঁকির কাজেও তাদের দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু জাহাজের কারবারে এখনও তেমনভাবে বাঙালি উদ্যোগপতিদের দেখা যাচ্ছে না। যদিও জাহাজের কারবারে লাভের অঙ্ক চোখ কপালে তোলার মতো। কিন্তু বিনিয়োগের পরিমাণ এবং ঝুঁকির বিপুলতা বাঙালিকে এই ব্যবসায় তেমন উৎসাহিত করতে পারেনি। যদিও ইংরেজরা কলকাতাকেই তাদের জাহাজের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছিল। খিদিরপুরের খোলা বন্ধকরা ব্রিজের কথাই ধরা যাক। সেকারণে খিদিরপুর সংলগ্ন গঙ্গার জলপথ এলাকায় নাব্যতা বজায় রাখা এবং সেখানে দেশি বিদেশি জাহাজ নোঙর করার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থাই তারা করেছিল। যারা সেসময়ে ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় জাহাজ থেকে মাল ওঠা নামানোর কাজে রবাত নিয়েছিল তাদের মধ্যে টুটু বসুদের পরিবার অন্যতম। বিপুলর পরিমাণ লাভের মুখও তাদের পরিবার দেখতে সুযোগ পায়। বর্তমানে বিশেষত বামফ্রন্টের শাসন কালে সকল ক্ষেত্রেই শ্রমিক অসন্তোষের কারণে পশ্চিমবঙ্গে সকল ব্যবসাতেই মন্দা সুরু হয়। কলকাতায় হুগলি এবং গার্ডেনরীচ ডকে প্রচুর যুদ্ধ জাহাজ থেকে পরিবহণ জাহাজ নির্মাণের জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে দেশের অন্যান্য অংশে সরকারি মদতে জাহাজ নির্মাণ এবং মেরামতির ব্যবসা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে জাহাজ তৈরি এবং মেরামতির ব্যবসা চরম মন্দার শিকার হয়। মূলত কাজের মানসিকতা এবং দেশি বিদেশি নাবিক ও কর্মীদের হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মরত বামপন্থী ইউনিয়নগুলির জঙ্গি মনোভাবের ফলেই। আর শাসক দল প্রশাসনিক ক্ষমতা দখলের লোভে তাদের ভোটের কারণে মদত দিয়েছে জঙ্গিপনাকে। পুলিশ প্রশাসন শাসকদলের নির্দেশে কাজের ক্ষেত্রে জঙ্গিপনাকে দমন করতে অপারগতা দেখিয়েছে। ফল হয়েছে মারাত্মক। বাংলা থেকে সকল বেসরকারি এবং সরকারি অফিস এবং কাজের ক্ষেত্র বন্ধ হয়েছে। যেমন পূর্ব রেলের প্রধান দফতর ছিল কলকাতা। এখন তা বিভক্ত হয়েছে। পাটনায় একটা অংশ চলে গিয়েছে। বামফ্রন্ট আমলে দিনের বেলায় এক শিল্পপতিকে তারই কারখানা চত্বরে কারখানর কর্মীরাই পিটিয়ে মেরে ফেলে। এছাড়া কলকাতা এবং জেলার বিভিন্ন অংশে জুট মিলগুলোয় শ্রমিক অসন্তোষ এবং উচ্চ পদাধিকারদের সকলের সামনে হেনস্থা করা এবং মারধোর করে একেবারে মেরে ফেলার ঘটনা ঘটেছে। সাম্প্রতিক সময়ে টাটা গোষ্ঠীর কারখানা স্থাপনের বিরুদ্ধে মূঢ়ের মতো আন্দোলনের ফলে তাদের প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়। অন্যান্য শিল্পপতিদের মনে এই ঘটনা গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। বামফ্রন্ট আমল থেকে বর্তমান শাসকদলের বিরুদ্ধে শিল্পক্ষেত্রে অর্বাচিনের আচরণ রাজ্যে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে এক স্থায়ী প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। বিগত পঁচিশ বছর ধরে বছরে বছরে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে শিল্পপতিদের নিয়ে বেঙ্গল সামিট হচ্ছে , কিন্তু ফল সেই শূন্য। কোনও নতুন শিল্প স্থাপন দূরে থাক, পুরানো শিল্পগুলিও তাদের কাজকর্ম গুটিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে। যেমনটি হয়েছে তারাতলার ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানির ক্ষেত্রে।

জাহাজ শিল্পেও কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। বিপুল অর্থলগ্নির পাশাপাশি সহায়ক শিল্প সংস্থা গড়ে ওঠার গ্যারান্টি রয়েছে। হাওড়ায় এক সময়ে একজন লেদ এর কর্মী যেকোনও বিদেশি মেশিনের পার্টস তৈরি করে দিতে পারত। হাওড়াকে সেসময়ে ইংল্যান্ডের শেফিল্ডের সঙ্গে তুলনা করা হত। ইঞ্জিনিয়াররাও সাধারণ লেদ কর্মীদের কাজ দেখে চমকে যেতেন। কিন্তু সেই একই ব্যামো। শ্রমিক অসন্তোষ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক রেষারেষির কারণে হাওড়ার সেই গরিমা উধাও। তেমনই হাওড়ার দিকের জাহাজ কারখানা সে সরকারি বা বেসরকারি -শ্রমিক অসন্তোষ এবং তোলাবাজির কারণে ধুঁকছে। পশ্চিমবঙ্গে জাহাজ পরিবহণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত কর্মীদের লাগাতার বাড়তি টাকা চাওয়ার মাত্রা অস্বাভাবিক এবং ইউনিয়নবাজির কারণে হলদিয়া বা স্যান্ডহেড বা শঙ্করপুরে বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও শিল্পপতিরা সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার পরও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পিছিয়ে যাচ্ছেন। ফলে সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন মার খাচ্ছে এবং বেকারি বাড়ছে, বাড়ছে হতাশা যুবকদের মনে। সাম্প্রতিক ছাব্বিশ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের ঘটনাও সরকারি প্রশাসনিক স্বচ্ছতার বিষয়টি রূঢ় প্রশ্ন চিহ্নের মুখে এসে পড়েছে। কার স্বার্থে মানষের ভোটে জিতে আসা শাসকদল কাজ করছে ? এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে এর মধ্যেই মুম্বইয়ের গোরেগাঁও প্রদর্শ ক্ষেত্রে হয়ে গেল পাঁচ দিনের মেরিটাইম সম্মেলন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও জাহাজ সংশ্লিষ্ট শিল্পে বিপুল কর্মসংস্থান এবং সহায়ক শিল্প গড়ে ওঠার কথা জানান। তবে বেসরকারি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পুঁথিগত প্রশিক্ষণ এবং হাতে কলমে শিক্ষার বিষয়ে তেমন কোনও সংস্থা গড়ে তোলার উৎসাহ দেখা যায়নি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এক পুরাতন সংস্থা সেনসি মেরিটাইম অ্যাকাডেমি রাজ্যে মেরিটাইম নলেজ সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে জাহাজ তৈরির কারখানা, সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ, এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ডিরেক্টরেট জেনারেল অব শিপিং এর সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সংস্থার পক্ষে কাপ্টেন স্নেহাশিস দাস জানান , পশ্চিমবঙ্গ থেকে ক্যাপ্টেন অর্ণব সেন প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের সাতাশ বছরের পুরানো সংস্থাটি মেরিটাইন প্রশিক্ষণের জন্য এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলছে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলায় তাদের মেরিটাইম শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। সাম্প্রতিক মুম্বইতে পাঁচ দিনের মেরিটাইম সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একমাত্র বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষণ এবং ট্রেনিংয়ের জন্য সেনসি মেরিটাইম অ্যাকাডেমি সরকারের সঙ্গে চুক্তি করেছে। উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গে জাহাজ পরিচালন বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য নয়টি বেসরকারি সংস্থা রয়েছে। তবে কাজের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক এবং ইউনিয়নবাজির কারণে বেসরকারি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিও এখন ধ্বস্ত এবং আশঙ্কার কারণে তাদের কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেখাতে সাহস পাচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থীদের রায় এবার চাই বিজেপির পক্ষে

বঙ্গবাসী চাইছে তৃণমূল বিরোধী একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী

প্রদীপ মারিক

রাজ্যে ক্ষমতাশীল আঞ্চলিক দলকে সরিয়ে নতুন ভাবে ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে হলে বামপ্ন্থীদের, ২০২৬ সালের তাদের প্রদত্ব মতামত ভারতীয় জনতা পার্টিকে দিতেই হবে। ভারতীয় জনতা পার্টি'ই কাঁটার মত টক্কর দিতে পারবে রাজ্যের তোলামুলের সঙ্গে সেটা এখনি পারবে না বামপ্রন্থীরা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্তিতি বিবেচনা করলে। কারণ তোলামুলের সরকার ভোট লুট করতেই জানে। তারা ভালোভাবেই জানে যতই কাগুজে গর্জন তারা দিক না কেন সাধারণ মানুষের একটাও ভোটও তারা পাবে না। তাই লুট। কেন্দ্রে মোদির সঙ্গে বঙ্গে শুভেন্দু, শমীকরা কড়া পাহারায়। এর সঙ্গে বাম শিক্ষিত মানুষদের তৈরি থাকতে হবে তাদের আবার পুনরায় বঙ্গের শাসক দল হাওয়ার আগে অন্তত পক্ষে বিরোধী দলের মর্যাদা লাভ করা। তার জন্য শিক্ষিত তরুণ থেকে বর্ষীয়ান সমস্ত মানুষদের প্রয়োজন ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়ে তোলামুলের দলকে চিরতরে বঙ্গ থেকে বিদায়ের রাস্তা তৈরি করে দেওয়া। আমরা ওরা এই রাজনৈতিক বিভাজন ই করেছিল তোলামুল পার্টি। সারা বিশ্বে বামপ্রন্থীরা রয়েছে, আর তোলামুল কেমন কেবল একটি আঞ্চলিক দল হিসাবে এই রাজ্য। তোলামুল বিধানসভা ভোটের পর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বামপন্থী রাজনীতি হলো রাজনৈতিক ভাবাদর্শের একটি পরিসর যেখানে সামাজিক সাম্য ও সমতাবাদ অর্জনকে সমর্থন করে এবং সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিরোধিতা করে রাজনৈতিক দৃঢ়তা দেখিয়ে। সাধারণত বামপন্থী রাজনৈতিক নিয়ম শৃঙ্খলা তাদের সঙ্গে জড়িত যারা অন্যের তুলনায় কম পায় বা সুযোগহীন থাকে। সেইসাথে এই ধরনের রাজনীতির সঙ্গে একটি সুশৃঙ্খল ধারণা জড়িত, সমাজে যা অযৌক্তিক বৈষম্য রয়েছে যা হ্রাস বা বিলুপ্ত করা প্রয়োজন। তোলামুল পার্টি বিদায় নিলেই সেই জায়গায় স্থান নেবে শিক্ষিত মার্জিত বামপ্রন্থীরা। রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির পরেই যদি কোন দল থাকে তা হবে বাম। রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারে থাকলে এবং সুশিক্ষিত বামপ্ন্থীরা যদি বিরোধী দলে আসে তাহলেই উন্নতি হবে রাজ্যের। তোলামুলের মত এত চুরি রাহাজানি থাকবে না। বামপন্থীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বরা, তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বামপন্থীদের দখল হয়ে যাওয়া পার্টি অফিস উদ্ধারে সাহায্য করবেন। নিশীথ প্রামানিক যেমন লোকসভা ভোটের আগে বলেছিলেন, 'যেখানে যেখানে বামপন্থী ভাইদের পার্টি অফিস তৃণমূল দখল করেছে, তারা উদ্ধার করতে না পারলে, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর বিজেপি সেই পার্টি অফিস উদ্ধার করে বামপন্থী ভাইদের হাতে তুলে দেবেন।' তিনি তার প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন। আসন্ন ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থীরা যাতে ভোট নষ্ট না করেন, সেই বার্তাও দিয়ে রেখেছেন নিশীথ। রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'এবারের মতো বাম-কংগ্রেস ও অতি বামেদের কাছে আবেদন, কিছুদিনের জন্য বুকে পাথর রেখে হলেও পদ্মেচিহ্নের বোতাম টিপুন।' ছাব্বিশের নির্বাচনে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য এভাবে সরাসরি বামেদের কাছে বিজেপির রাজ্য সভাপতির আবেদন নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

বিজেপির রাজ্য সভাপতির বক্তব্য কে সমর্থন জানিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। তিনিও এই তৃণমূল পার্টিকে সরাতে বামেদের সুচিন্তিত ভোট বিজেপিকেই দেওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। সুকান্তর বক্তব্য, 'তৃণমূল বিরোধী সব শক্তিকে এক জায়গায় আসা দরকার। তাই রাজ্য সভাপতি বামেদের আহ্বান জানিয়েছেন।'

বিজেপির প্রাপ্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ যেমন মনে করেন বাম কংগ্রেসের ২২ শতাংশ ভোট বিজেপি পেয়েছিল তাই ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বহু আসন পেয়েছিল। ছাব্বিশের নির্বাচনে দুর্নীতি মুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন দিতেই তিনি বামপন্থী বন্ধুদের মোদির সঙ্গে থাকার কথা বলেন। সম্প্রতি বিজেপির মুরলীধর সেন লেনে বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন দিলীপ ঘোষ। তিনি আবেগ প্লুত হয়ে বলেন, এই বাড়ি বিজেপির কাছে মন্দির। এখান থেকেই পার্টির ভোট বেড়েছে চার থেকে চল্লিশ শতাংশ।

ছাব্বিশের নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে কেবল মুখে বললে চলবে না সমস্ত তৃণমূল বিরোধী ভোট একজায়গায় করতে হবে। প্রয়োজন হলে তৃণমূল এর বিরুদ্ধে একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী কি ভাবে দেওয়া যায় তা ঠিক করতে হবে। কারণ পরিসংখ্যান বলছে ২০১৯ এর তুলনায় বিজেপি ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ছয় টি আসন কম পেলেও ভোট শতাংশ উল্লেখ যোগ্য ভাবে কিন্তু কমেনি। পরিসংখ্যান বলছে তৃণমূল লোকসভায় বিজেপির থেকে সমস্ত আসন মিলিয়ে প্রায় ৪২ লক্ষ ৩৭ হাজার ভোট বেশি পেয়েছিল। বিজেপি থেকে প্রায় ৭ শতাংশ ভোট বেশি পায় তৃণমূল। সেখানে বাম-কংগ্রেসের মিলিত ভোট প্রায় ৬২ লক্ষ অর্থাৎ ১০ শতাংশেরও বেশি। বেশ কিছু কেন্দ্রে বাম কংগ্রেস এর ভোট কাটাকুটিতে জিতে যায় তৃণমূল। তাই কমবেশি ২২ লক্ষ ভোট সুইং করলেই ছাব্বিশের নির্বাচনে তৃণমূল ধরাশায়ী হবেই এটা নিশ্চিত। সেই জন্যই চাই তৃণমূল এর বিরুদ্ধে একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী। স্বচ্ছ প্রশাসন এর জন্য যেমন বঙ্গবাসীদের উন্নতিকল্পে ছাব্বিশের নির্বাচনে বিজেপির যেমন দরকার শুভেন্দু, শমীক, সুকান্তের সঙ্গে বিজেপির মাতৃশক্তির কর্ণধার ফাল্গুনী পাত্র, রেখা পাত্র, মহুয়া উপাধ্যায় পালদের। তেমন ই বামপ্রন্থী নেতা সুজন চক্রবর্তী, সৃজন ভট্টাচার্য, শতরুপ, মীনাক্ষী মুখার্জি দের মত লরুক ব্যাক্তিত্বের প্রয়োজন। তাহলেই ছাব্বিশের নির্বাচনের পর বিজেপির মত স্বচ্ছ প্রশাসন এবং শিক্ষিত বামপ্রন্থীদের মত বিরোধী দল বঙ্গবাসীদের উন্নতির দিশা হয়ে উঠবে।

যুব সম্প্রদায়ের উন্নতি মানেই বিকশিত ভারত। যা উপলব্ধি করেছিলেন নরেন্দ্র মোদি। বিজেপি সরকার গবেষণারঅর্থভাণ্ডারতৈরিকরেবিজ্ঞানএবংপ্রযুক্তিরজন্যএকটাডিজিটালপ্লাটফর্মগড়েতুলেছেন, 'টেক-স্যাভি'র মাধ্যমে।যাযুবপ্রজন্মেরজন্যএকস্বর্ণযুগসৃষ্টিকরবে।দেশের যুব সম্প্রদায়ের জন্য এমনি উপলব্ধি করেন নরেন্দ্র মোদি। অর্থনীতিরই মেরিটাস অধ্যাপক ব্যারিক্লার্কের মতে, বামপন্থীরা মনে করে যে মানব উন্নয়নের বিকাশের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা,পারস্পরিক শ্রদ্ধা পূর্ণ সম্পর্ক জড়িত। যাকে বল তখনই উন্নতি করতে পারে যখন মর্যাদা, ক্ষমতা ও সম্পদের অত্যধিক পার্থক্য দূরীভূত হয়। ধার্মিক নরেন্দ্র মোদি তথা ভারতীয় জনতা পার্টি মনে করে দেশের উন্নতির জন্য বামপন্থীদের ভাবাদর্শ ও সমান গ্রহনযোগ্য। এই গ্রহণযোগ্যতার জন্যই ছাব্বিশের নির্বাচনে বঙ্গবাসী তৃণমূল এর বিরুদ্ধে একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী চাইছে, এর সঙ্গে চাইছে বামপ্রন্থী ভোট বিজেপির ভোটবাক্সে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

খানাকুলে বিএলও'র পিছনে ঝান্ডা হাতে তৃণমূল কর্মীরা

'ভুয়ো ভোট কিনতে চাইছে তৃণমূল', প্রতিবাদ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে এসআইআর। বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন বিএলও'রা। তবে প্রথম দিনেই খানাকুলে এসআইআর নিয়ে বিতর্ক। বিএলও'র সঙ্গে দলীয় ঝান্ডা হাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরলেন তৃণমূল নেতা কর্মীরা। এর জেরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিজেপির অভিযোগ, বিএলওদের ভয় দেখিয়ে, চাপ দিয়ে বুথে বুথে ঘোরাচ্ছে তৃণমূল। জানা গেছে, মঙ্গলবার খানাকুলের মাড়োখানা পঞ্চায়েত এলাকার ২৯২ নম্বর বুথে বাড়ি বাড়ি ঘোরেন সেখানকার বিএলও সরিফুল মোল্লা হক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আব্বাস আলি-সহ তৃণমূল কর্মীরা। বিএলও

যতগুলি বাড়িতে যান, সেখানেই দলীয় পতাকা নিয়ে হাজির হন তৃণমূল নেতা, কর্মীরা। ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন বিএলও এবং সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি। উল্লেখ্য যে, এই এলাকার বিএলও সরিফুল মোল্লা হক স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে কর্মরত। তাঁকে এই এলাকার বিএলও-র কাজ দেওয়া হয়েছে। আর তিনি কাজ শুরুর মুখেই বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে রীতিমতো তৃণমূলের লোকজন দলীয় পতাকা নিয়ে ঘুরছিলেন। স্থানীয় তৃণমূল নেতা আব্বাস আলি বেশ কয়েক জন কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে ঘুরছিলেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা দেখা গেছে। এর পাশাপাশি এই বিষয়ে একটি ভিডিও করা হয়। যে ভিডিও রীতিমতো এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। যদিও তৃণমূল নেতা তথা তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি আব্বাস আলি বলেন, 'আমরা কোনও রকম ভয়ভীতি প্রদর্শন করিনি। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। বিজেপি মিথ্যা প্রচার করছে। তবে কর্মীদের দলীয় পতাকা নিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি। পরের বার এটা হবে না।' যদিও বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের দাবি, 'এসআইআর নিয়ে তৃণমূল ভয় পেয়েছে। তাই বিএলওদের ভয় দেখিয়ে কাজ করাতে চাইছে। আর এইভাবে তাঁরা অনেক দুর্নীতি করে ভুয়ো ভোট কিনতে চাইছে।'

প্রমথরঞ্জন ঠাকুরকে ভারতরত্নে ভূষিত করার দাবি তোলা হয়েছে: শান্তনু ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: প্রমথরঞ্জন ঠাকুরকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি করা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের। ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে একদিকে চলছে মমতা ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের আমরণ অনশন। অন্যদিকে, ঠাকুরবাড়ির নাট মন্দিরে শান্তনু ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন অল

ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে চলছে বাৎসরিক রাস উৎসব। রাস উৎসবের দিনে প্রতিবছরের মত এবছরও শান্তনু ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের কমিটি গঠন করা হল। এবছর কমিটি থেকে বাদ গেলেন সুব্রত ঠাকুর। সুব্রত ঠাকুর নতুন কমিটি গঠন করায় শান্তনু ঠাকুরের সংগঠন থেকে তাঁর নাম বাদ দেওয়া হবে বলে আগেই জানিয়েছিলেন শান্তনু ঠাকুর। রাস উৎসবের মঞ্চ থেকে নতুন কমিটি ঘোষণার পাশাপাশি মতুয়াদের উদ্দেশ্যে শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'আমাদের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। কিন্তু মতুয়াদের উন্নয়নের রাজনীতি দরকার আছে। তবে খেয়াল রাখতে হবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মতুয়াদের যেন কেউ ব্যবহার করতে না পারে।' নাম না করে মমতা ঠাকুরপন্থী মতুয়াদের অনশন নিয়ে শান্তনু বলেন, 'রাজনৈতিক স্বার্থে অনেকে অনেক কিছু করছে। ২০১৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত কোনও কর্মসূচি ছিল না আমরা ছাড়া। যেই রাজনৈতিক ক্ষমতায় এলো অমনি অপকর্ম শুরু। এই সমস্ত করতে দেব না।' একই সঙ্গে শান্তনু ঠাকুর বুধবার ফের একবার দাবি করেন, 'একজন মতুয়ারও ভোট বাদ যাবে না। রাজ্যের বাইরে থাকা ডাক্তারদের বিভিন্ন সময় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে, তাঁদের নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে চিঠি করেছেন, যাতে তাঁদেরকে একটি মানপত্র দেওয়া হয়। প্রমথরঞ্জন ঠাকুরকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি করা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে।' অন্যদিকে বড়মা বীণাপাণি দেবীর ঘরের সামনে আমরণ অনশনে বসেছেন মমতা ঠাকুরের নেতৃত্বে মতুয়াদের একাংশ। তাঁদের দাবি, এসআইআর-এর নাম করে ভারতবর্ষের স্থায়ীভাবে বসবাসকারী উদ্বাস্তু মানুষদের ভোটাধিকার বাতিলের চক্রান্তের প্রতিবাদে মমতা বালা ঠাকুরের নেতৃত্বে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে বড়মা বীণাপাণি দেবীর ঘরের সামনে অনশনের বসেছেন মতুয়াদের একাংশ। অনশনকারি মতুয়াদের দাবি যত সময় পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের কোনও আধিকারিক স্বশরীরে এসে কথা বলে আশ্বস্ত করছেন, তত দিন পর্যন্ত তাঁদের অনশন চলবে।

জল সমস্যায় নাকাল এলাকার মানুষ

খোশমেজাজে পঞ্চায়েত প্রধান!

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রানিগঞ্জের বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নুপুর গ্রামে এক অদ্ভুত ছবি উঠে এল। একদিকে যখন অনুষ্ঠান মঞ্চে গান জুড়েছেন তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, অন্যদিকে তখন জলের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রায়শই অনিয়মিত জল আসে, আর যখন জল আসে তখন মাত্র ১৫ মিনিট কলে জল পড়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। তাই তাড়াহুড়ো করে কয়েকজন জল পেলেও, বেশিরভাগ বাসিন্দারা পান না পিএইচই'র পানীয় জল। অভিযোগ, এর জন্য আগেও তাঁরা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই তাঁরা নুতন করে পথ অবরোধে সামিল হয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, এদিন বল্লভপুর পঞ্চায়েতের প্রধান মিনা ধীবরকে ফোন করা হলে তাঁর ফোন স্যুইচ অফ পান তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের আরও বক্তব্য, এ নিয়ে তাঁরা বারংবার পঞ্চায়েত প্রধান ও উপ প্রধানের কাছে জলের সমস্যার

কথা জানিয়ে এসেছেন, তারপরও হয়নি সমস্যার সমাধান বলে অভিযোগ। তাই জলের সমস্যা সমাধান না হলে তাঁরা বিক্ষোভ, অবরোধ জারি রাখবেন বলেই দাবি করতে থাকেন। যদিও এ বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ তাঁরা বিক্ষোভ চালিয়ে গেলেও প্রধানের দেখা পাওয়া যায় না। পরে পঞ্চায়েত সদস্য সীমা মান্ডিকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের মাঝে পৌঁছে জলের সমস্যা দ্রুত সমাধান করার উদ্যোগ নেবেন বলে আশ্বাস দিলে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। এরপরে অনুষ্ঠান মঞ্চের মাঝে পঞ্চায়েত প্রধানকে পাওয়া গেলে, তিনি দাবি করেন, 'বিষয়টি দেখার জন্য লোক পাঠানো হয়েছে, সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে।' প্রধানের বক্তব্য, 'জলের স্রোত কম হচ্ছে কারণ, সেখানে অবৈধ সংযোগ রয়েছে। এই নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে দ্রুত।' এদিন দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধের জেরে বল্লভপুর থেকে মদনপুর হয়ে অন্ডাল যাওয়ার রাস্তার দুই প্রান্তে গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে যায়। যদিও পুলিশ বিক্ষোভ শেষে দ্রুত যান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্বাভাবিক করে পরিস্থিতি।

বিজেপির বিএলএ-২ আক্রান্ত, অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: এসআইআর শুরু হতেই আক্রান্ত বিজেপি বিএলএ-২ রঞ্জিত মল্লিক। বিজেপির তরফে অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। বিজেপির তরফে থানা ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

বিজেপির মুখপাত্র দীপঙ্কর সরকারের অভিযোগ, 'হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার কালিতলা পঞ্চায়েতের শামশেরনগর ২৫৩ নম্বর বুথে সেখানকার বিএলও সৌমিত্র মণ্ডলের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি যান বিজেপি'র বিএলএ-২ রঞ্জিত মল্লিক। এসআইআর-এর কর্মসূচি সেরে বাড়ি ফেরার সময় রঞ্জিত মল্লিককে ধরে কিছু তৃণমূলের দুষ্কৃতী মারধর করে।' রঞ্জিত মল্লিকের দাবি, 'কালিতলা পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামল মণ্ডলের

নেতৃত্বে তৃণমূলের কিছু দুষ্কৃতী আমার ওপরে আক্রমণ করে। আমাকে মারধর করে। শেষে এলাকার মানুষ আমায় উদ্ধার করে। বুকে, ঘাড়ে প্রচণ্ড চোট লেগেছে।' যদিও এই বিষয়ে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই কালিতলা পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামল মণ্ডল-এর সঙ্গে বারবার চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল বলেন, 'আমি এখনও এরকম ঘটনা শুনিনি। খোঁজ নিয়ে বলব। তবে বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা।'

বিজেপি নেতাদের ঘরে আটকে রাখার হুঙ্কার তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ৪৮ ঘণ্টা কাটতে না-কাটতেই ফের বিতর্কিত মন্তব্য তৃণমূল নেতা খালেক মোল্লার। তাঁর হুঙ্কার, 'বিজেপি নেতাদের দঁড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে আটকে রেখে দেব।' রাজ্য নেতৃত্বকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফের বিতর্কিত মন্তব্য তৃণমূল নেতার। যেখানে এসআইআর নিয়ে দল গাইডলাইন দিয়েছে, সেখানে তা অমান্য করে তৃণমূলের নেতাদের মন্তব্যে রীতিমতো অস্বস্তি পড়ছে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস।

খালেক মোল্লা আগে হুমকি দিয়েছিলেন, 'গাছে বেঁধে মারার।' এবার এক ধাপ এগিয়ে বললেন, 'ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে আটকে রেখে দেব, দঁড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে রাখব বিজেপি নেতাদের। বৈধ ভোটার বাদ গেলে হাড়োয়ায় বিজেপি নেতাদের ঢুকতে দেব না।' পাল্টা বসিরহাট বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সহ-সভাপতি রাজেন্দ্র সাহা বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের এনে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ভোটার কার্ড করিয়ে এখানে বসবাস করাচ্ছেন, এখানকার ভৌগোলিক মানচিত্র পালটে দিয়েছেন। সিবিআই তদন্ত হওয়া উচিত খালেকের বিরুদ্ধে।' উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া ব্লকের মাজমপুরের তৃণমূলের সহায়তা কেন্দ্র তাঁর উদ্বোধন করতে এসে হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ও তৃণমূলের দাপুটে নেতা খালেক মোল্লা বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা।

লরির চাকায় পিষ্ট ব্যক্তি, লরিতে অগ্নিসংযোগ জনতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কুমারগঞ্জ: লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির। ঘটনায় উত্তেজিত জনতা আগুন লাগিয়ে দেয় ঘাতক লরিটিতে। আগুনের লেলিহান শিখায় মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে যেতে থাকে লরিতে থাকা সামগ্রী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের চার নম্বর রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বয়রাপাড়া এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম রশিদুল মণ্ডল (৪২)। বাড়ি কুমারগঞ্জ ব্লকের কেশুরাইল এলাকায়। পেশায় তিনি একজন কাঠুরে। এদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় পেছন থেকে একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে তাঁকে ধাক্কা মারে এবং পরবর্তীতে তাঁকে পিষে দিয়ে চলে যায়। এরফলে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় রশিদুলের। অন্যদিকে, অবস্থা বেগতিক বুঝে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় লরির চালক। এরপরেই উত্তেজিত জনতা লরিটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। অবশেষে পুলিশি হস্তক্ষেপে সম্পন্ন হয় আগুন নেভানোর কাজ এবং স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

বাসস্ট্যান্ডে ফর্ম বিলি-বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বাড়ি বাড়ি গিয়ে এসআইআর-এর ফর্ম বিলির কথা ছিল, কিন্তু নির্বাচন কমিশনের সেই ফর্ম বিলি হচ্ছে বাস স্ট্যান্ডের শেডের

তলায় বসে। ছবিটা দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার অন্তর্গত ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ১৫২ নম্বর বুথের এমএএমসি টাউনশিপের বিওয়ান শনি মন্দির বাস স্ট্যান্ডের। যাকে ঘিরে জোর বিতর্ক শুরু হয় দুর্গাপুরে। অতিরিক্ত কাজের চাপে ক্লান্ত হয়ে যাওয়াতেই নাকি বাস স্ট্যান্ডে বসে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া ফর্ম দিচ্ছেন, সাফাই মহিলা বিএলও কর্মীর।

চোলাইয়ের বিরুদ্ধে জনসচেতনতায় আবগারি দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'চোলাই মদে'র বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরীতে পথে নামলো আবগারি দপ্তর। বুধবার সকালে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বাঁকুড়া জেলা আবগারি দপ্তরের পক্ষ থেকে চোলাই মদ ও বেআইনি পোস্ত চাষ বিষয়ক সচেতনতামূলক পদযাত্রা শুরু হয়। ওই পদযাত্রায় পা মেলান সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মী-আধিকারিক সহ অন্যান্যরা। এদিন বাঁকুড়া আবগারি দপ্তরের আধিকারিক শুভঙ্কর মণ্ডল বলেন, 'চোলাই মদ তৈরি ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি-ই আমাদের মূল লক্ষ্য। একই সঙ্গে বেআইনি পোস্ত চাষ ও আফিম তৈরির বিরুদ্ধেও আমরা সামিল হয়েছি।'

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ
৯৮৩১৯১৯৭৯১
৯৩৩১০৫৯০৬০০

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড
CIN: L10400WB1907PLC001722
রেজিঃ অফিস : ১৭, রয় স্ট্রিট, প্রথম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০
দূরভাষ নং ০৩৩ ৪০৬২ ৯১২৭
ই-মেল: neelachalkolkata@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.neelachal.co.in

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্দ্বারা আপনাদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার দুপুর ১:৩০টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ১৭, রয় স্ট্রিট, প্রথম তল, কলকাতা-৭০০০২০ -তে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ -এ সমাপ্ত দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের কোম্পানির স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদন করা হবে।

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
তেজস দোশী
ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৫ নভেম্বর, ২০২৫

ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
অডি কনক্লেভ লিমিটেড, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ৪১, নেতাজি সুভাষ রোড, ৫ম তল, রুম নং ৪০৫এ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০০১ সম্পর্কিত
...দরখাস্তকারী
এতদ্দ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে **২৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে** কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির পাবলিক লিমিটেড থেকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।
যেকোনও ব্যক্তির কোম্পানির প্রস্তাবিত অবস্থা/পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর (কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIF/16, এএ-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫) ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে :
অডি কনক্লেভ লিমিটেড পক্ষে
মৃদুল ভোটিকা
ডিরেক্টর
ডিন-০২২২৮৭৫৯
তারিখ : ০৬.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

SBI **এসবিআই হোম লোন সেন্টার হাওড়া শাখা (১০২৬৩)**
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইমেল : sbi.10263@sbi.co.in
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

মূল বিক্রয় দলিল হারিয়েছে

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **শ্রী সুমন ব্যানার্জি, পিতা শ্রী গোপাল চন্দ্র ব্যানার্জি,** নিবাস ফ্ল্যাট নং ২০২, ৩য়তল, ৫/১, দানেশ শেখ লেন, পো : দানেশ শেখ লেন, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, হোম লোন উল্লেখ্য অ্যাকাউন্ট নং ৩৬৪৮৪৫৭৩২৪৬ এর নামে মঞ্জুর করা হয় এবং সুমন ব্যানার্জি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া, ৯, জি টি রোড (দক্ষিণ), হাওড়া -৭১১১০১ এর নিকট মূল দলিল নং ১-০৫০১০২৩২৭/২০১৭ তারিখ ২৪.০৩.২০১৭, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০১০-২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৮৯২৮ থেকে ৫৮৯৭৪, -২০১৭ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-১, হাওড়া সমীপে সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাট নং ২০২, ৩য় তল, ৫/১, দানেশ শেখ লেন, পো দানেশ শেখ লেন, থানা : সাঁকরাইল, জেলা -হাওনা -৭১১১০৯ পরিমাপ ১০২৫ বর্গফুট (আনুমানিক) অবস্থিত সংশ্লিষ্ট জমির সকল অংশ ঠিকানা ৫/১, দানেশ শেখ লেন, পো : দানেশ শেখ লেন, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া- ৭১১১০৯, এইচএমসি অধীন, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া-৭১১১০৯ দাখিল করেন। সংশ্লিষ্ট উক্ত দলিল স্থানান্তর/হারিয়ে যাওয়া বিষয়ে **জিডিই নং ৩০১ জেনারেল ডায়েরি ০৪.১১.২০২৫** তারিখে হাওনা থানায় দাখিল করা হয়।
কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/দলিল সম্পর্কে কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ থাকলে নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দাবি পেশ করতে পারেন অন্যথায় পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার হাওড়া
হাওড়া -৭১১১০১

বিক্রয়/ নিলাম নোটিশ
হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U15490UP2014PTC065749
রেজিস্টার্ড অফিস : সি-২৩, ৩য় তল, স্বস্তিক গার্ডেনিয়া শিবপুর বারাণসী ইউপি ২২১০০৩
ফ্যাক্টরি প্রেমিসেস : বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৫১২১

কর্পোরেট ডেটর এর সম্পদ চালু সংস্থা বা চালু ব্যবসা হিসেবে একলপ্তে ভিত্তিতে বিক্রয়
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে দেউলিয়াগ্রস্ত)
আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ (ইওআই) : ২০ নভেম্বর ২০২৫ বিকেল ৫টার মধ্যে
বায়না জমা (ইএমডি) দাখিলের শেষ তারিখ : ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ বিকেল ৫টার মধ্যে
নিলামের তারিখ এবং সময় : ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে
(৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)** (কোম্পানি) এর সম্পদ লিকুইডেটর কর্তৃক প্রস্তাবিত (মহামান্য এনসিএলটি এলাহাবাদ বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত) ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নোক্ত টেবিলে বিস্তারিত মতে বিক্রির জন্য আগ্রহ প্রকাশক আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে :-
কর্পোরেট ডেটরের সম্পদসমূহ একলপ্তে বিক্রির প্রস্তাব করা হচ্ছে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(বি) অধীনে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যে অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব কোনও প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চিন্ততা ব্যতীতই বিক্রি করা হবে।
কোম্পানির সম্পদ একলপ্তে বিক্রি করা হবে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম : **https://www.nesl.co.in** (অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে প্রতিটির ক্ষেত্রে) মাধ্যমে।

ক্রম নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি (আইএনআর)	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)
১	কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি, জমি ভবন এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৫১২১, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন ৩২(বি) অধীনে একলপ্তে সম্পাদিত হবে।	৬,৫৫,০০,০০০ টাকা	৫০,০০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা

সাইট পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ : ২২.১১.২০২৫ থেকে ২৯.১১.২০২৫ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত) (আগাম অনুমতি সাপেক্ষে)
১. আগ্রহী আবেদনকারীরা **https://www.nesl.co.in** এবং **https://hansrajagrofresh.com**-এ উপলব্ধ অনলাইন ই-নিলামের শর্তাবলী, ই-নিলামের দরপত্র ফর্ম, যোগ্যতার মানদণ্ড, দরদাতাদের ঘোষণা, ইএমডি প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত সম্পূর্ণ **ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথি** দেখতে পারেন।
২. লিকুইডেটরের যেকোনো সময় ই-নিলামের যেকোনো শর্তাবলী গ্রহণ বা বাতিল, সম্প্রসারণ বা পরিবর্তন ইত্যাদি করার অধিকার রয়েছে। কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনো দরপত্র প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তার রয়েছে।
৩. বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষিত মূল্য সমস্ত প্রযোজ্য কর এবং শুল্ক ব্যতীত থাকবে এবং সফল দরদাতাকে প্রযোজ্য সমস্ত কর এবং শুল্ক বহন করতে হবে। এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার উপর কোনও হার বা অন্যান্য কর প্রযোজ্য হবে না বা বহন করা হবে না।
৪. নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **০৮.১২.২০২৫ এবং ই-নিলাম ১১.১২.২০২৫ তারিখে বিকাল ৩টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।**
৫. সম্ভাব্য দরদাতাদের ইওআই-এর সাথে একটি অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে যে তারা প্রযোজ্য পরিমাণে কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে কোনও অযোগ্যতার শিকার নন এবং উল্লেখ করতে পারেন যে যদি কোনও পর্যায়ে অযোগ্য প্রমাণিত হয়, তাহলে তাদের জমা করা জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।
স্বা/-
দেব ব্রত রানা
লিকুইডেটর : হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেডের বিষয়ে
রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02567/2021-2022/13936
এএফএ বৈধতা ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত
লিকুইডেটরের ঠিকানা : শপ নং ৫, বি এস এম তিরাহা, রুরকি হরি সিং মার্কেট, হরদোয়ার, উত্তরাখণ্ড- ২৪৭৬৬৭
ইমেল : cirp.hapl@gmail.com **মোবাইল :** ৭৫৩৫৮২৮৬৭৩
তারিখ : ০৬.১১.২০২৫
স্থান : রুরকি

SBI **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা**
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১০.১২.২০২৫
সময় : বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ১০.১২.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২৯.৪২ লাখ টাকা (২৭.০২.২০১০ অনুযায়ী এবং ২৮.০২.২০১০ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ সহ)** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স বাকলে মেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টেশান, অংশীদার(গণ) : ১) শ্রীমতী শর্মিলা কুমার ২) শ্রী চিন্ময় কুমার উভয়ের ঠিকানা** - এডি - ৮৩, সেক্টর ১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৬৪ এবং **জামিনদাতাগণ - ১) শ্রী শচীনাথ কুমার,** পিতা প্রয়াত প্রতাপ চন্দ্র কুমার, ঠিকানা - ১৮/৪৫, বালিগঞ্জ প্লেস ইস্ট, কলকাতা - ৭০০০১৯ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য : **৪৭,০১,০০০.০০ টাকা বায়না জমা : ৪,৭০,১০০.০০ টাকা ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১০,০০০.০০ টাকা।**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
১.সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত সমুদয় তিনতলা চারতলা ভবনের এরিয়া পরিমাপ আনুমানিক ১২৪৬ বর্গফুট অবস্থিত ১৫৪/এইচ/১, লিন্টন স্ট্রিট, বেনিয়াপুকুর, কলকাতা- ৭০০০১৪ **সম্পত্তি সচীনাথ কুমার এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : পি-৫১,সি আই টি রোড, এন্টালি, দক্ষিণে : লিন্টন স্ট্রিট, পূর্বে :প্রেমিসেস নং ৩৩/১, সুন্দরী মোহন এভিনিউ, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ১৫৪-জি, লিন্টন স্ট্রিট।
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৩.১২.২০২৫ | প্রতীকী দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭৯১৩৩৫

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ১০.১২.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২৬.৩১ লাখ টাকা (২১.১০.২০২৫ অনুযায়ী এবং ২২.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ সহ)** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মহ. শিমুল মোল্লা,** পিতা খাদেম মোল্লা এবং **শ্রীমতী জেসমীরা পরভিন** স্বামী মহ. শিমুল মোল্লা **উভয়ের ঠিকানা** - গ্রাম এবং পো - মাচ্ছিভাঙ্গা, থানা - কাশীপুর, বাগডোবামাচ্ছি, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৩৫ **আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং সিআই, ৪র্থ তল, দক্ষিণ-পশ্চিম মুখী, মৌজা - কলাবেরিয়া, রাজারহাট বিষ্ণুপুর, থানা - রাজারহাট, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৩৫ **কর্পোরেট জামিনদাতাগণ : মেসার্স শিমুল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন স্বত্বা - মহ. শিমুল মোল্লা, ঠিকানা** - গ্রাম - জগদীশপুর, পো - রাজারহাট বিষ্ণুপুর, ন্যাশনাল ইংলিশ স্কুলের নিকট, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৩৫ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য : **৩২,৪০,০০০.০০ টাকা বায়না জমা : ৩,২৪,০০০.০০ টাকা ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১০,০০০.০০ টাকা।**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ টাইলস এর মেঝে বসবাসের ফ্ল্যাট নং সি ১, চতুর্থ তলে, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে, পরিমাপ এরিয়া ৯০০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, দুই বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, এক টয়লেট এবং এক ব্যালকনি, অবস্থিত উক্ত ভবনে নাম **"ত্রি নয়ন অ্যাপার্টমেন্ট"**, অবস্থিত কালাবেড়িয়া, পো : রাজারহাট বিষ্ণুপুর, থানা : রাজারহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৩৫। উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত মোট জমি (বাস্তু) পরিমাপ এরিয়া ১১ ডেসিমেল সমপরিমাপ ৫ কাঠা ১০ ছটাক ২৭ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা কলাবেড়িয়া, জেএল নং ৩০, আরএস নং ৫২, তৌজি নং ১০, থানা : রাজারহাট, এডিএসআর রাজারহাট (নিউ টাউন), জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০১৩৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪৪২, এলআর খতিয়ান নং ২২৫, ১১৩৩, ১৫৭৮, ১৫৭৯, ১৫৮০, ১৫৮১, ১৫৮৩, ১৭৮৯, ১৭৯০, ১৭৯১, ১৭৯২ এবং ১৭৯৩, এডিএসআরও বিধাননগর (সল্ট লেক সিটি), বর্তমানে এডিএসআর হাজারহাট (নিউ টাউন), স্থানীয় রাজারহাট বিষ্ণুপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৩-২০২২, পৃষ্ঠা ৬৬৬৩২০ থেকে ৬৬৬৩৬৭, **দলিল নং ১৫২৩১৭২৪১-২০২২ সালের। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে ৯১ বাস রুট (পি ডব্লু ডি রোড), দক্ষিণে : জমি আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪৪৬, পূর্বে : জমি আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪৪৩, পশ্চিমে : জমি আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪৪১।
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৩.১২.২০২৫ | প্রতীকী দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭৯১৩৩৫

ক্রম নং ৩

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ১০.১২.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৭.১৭ লাখ টাকা (০৩.০১.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৪.০১.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ সহ)** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী রফিকুল ইসলাম মন্ডল,** পিতা নবাব হোসেন মন্ডল, গ্রাম - চালারহাট, পো - ঈশ্বরিগাছা, থানা - অশোকনগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২২২ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য : **১৪,৮২,০০০.০০ টাকা বায়না জমা : ১,৪৮,২০০.০০ টাকা ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১০,০০০.০০ টাকা প্রতিটি সম্পত্তির জন্য।**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৪ ডেসিমেল এবং তদস্থিত দোতলা অসম্পূর্ণ ভবন, অবস্থিত পো : ঈশ্বরীগাছা, থানা: অশোকনগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২২২, মৌজা : চালারহাট, জেএল নং ৪২, তৌজি নং ১৪, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭০৩, খতিয়ান নং ৪১১, বারবারিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, **সম্পত্তি শ্রী রফিকুল ইসলাম মন্ডল এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : খালি জমি,দক্ষিণে : খালি জমি, পূর্বে : রোড, পশ্চিমে : খালি জমি।
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৩.১২.২০২৫ | প্রতীকী দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭৯১৩৩৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ০৬.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কোতোয়ালি থানার আইসিকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বদলি করার দাবি সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: '৭২ ঘণ্টার মধ্যে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার আইসি, অমলেন্দু বিশ্বাসকে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানা থেকে বদলি করতে হবে।' কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার সামনে দাঁড়িয়ে এমনই হুঙ্কার ছাড়লেন বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। সম্প্রীতি কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর ভাসান চলাকালীন কৃষ্ণনগরের একটি পুজো বারোয়ারি কমিটির নাম করে কু-কথা বলেছিলেন কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার আইসি অমরেন্দ্র বিশ্বাস। শৃঙ্খলা সামাল দিতে এবং জনতাকে ছাত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করতে হয়েছিল পুলিশকে। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরব হয়েছিল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে কৃষ্ণনগর চকের পাড়া, বারোয়ারির পাশে দাঁড়িয়ে যে মন্তব্য শুভেন্দু অধিকারী

করেছিলেন, তাঁর পাশে দাঁড়াননি খোদ বারোয়ারি কমিটির সদস্যরা। তাই বুধবার কৃষ্ণনগর চকের পাড়া থেকে কোতোয়ালি থানা পর্যন্ত পদযাত্রায় অংশ নেন বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার-সহ বিজেপি জেলার নেতৃত্ব ও অসংখ্য বিজেপি কর্মী, সমর্থক। প্রতিবাদ মিছিল শেষ করে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার সামনে পথ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুলিশের সমালোচনায় মুখর হন সুকান্ত মজুমদার। প্রকাশ্যে তিনি দাবি করেন, '৭২ ঘণ্টার মধ্যে যদি কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার আইসি অভিনন্দন বিশ্বাসকে কোতোয়ালি থানা থেকে পরিবর্তন না-করা হয় তাহলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে তারা সামিল হবেন।' একইসঙ্গে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার এসআই চিণ্টু মাহাতোর ওপর একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করে সুকান্ত বলেন, 'তিনি নাকি কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানা এলাকায় অত্যন্ত বীরত্ব দেখাচ্ছেন। তাঁর প্রত্যেকটি কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করতে হবে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমি নিজেই নেব।' এদিন পুলিশ তথা পুলিশ মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করেন সুকান্ত মজুমদার। এদিন সুকান্ত মজুমদার-ছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কিষাণ মোর্চার সভাপতি মহাদেব সরকার বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ ছাড়াও নদিয়া উত্তর বিজেপির সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস প্রমুখ।

এসআইআর আতঙ্ক কাটাতে গ্রামে তৃণমূলের মাইকিং, সহায়তা কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বিজেপির সিএএ-এর পালটা তৃণমূলের ভোট রক্ষায় এসআইআর সহায়তা কেন্দ্র। সঙ্গে এসআইআর আতঙ্ক কাটাতে আসরে নামলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিকেরা। সীমান্ত সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে মাইকিং প্রচার এসআইআর নিয়ে। রাজ্যে এসআইআর আতঙ্কে একাধিক মৃত্যু হয়েছে। সঠিক নথিপত্র জোগাড়ের চেষ্টা করছে সাধারণ মানুষ। ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য ইতিমধ্যে বিজেপি সিএএ ক্যাম্প করেছে বিভিন্ন জায়গায়। পরিসংখ্যান বলছে, এখনও পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগনার জেলায় প্রায় ১০০০ জন সিএএ ফর্ম-ফিলাপ করেছে। এবার পালটা তৃণমূল আসরে নামলো। বসিরহাটের ভবানীপুর টাকি রোডে তৃণমূলের ভোট রক্ষার দাবিতে 'এসআইআর সহায়তা কেন্দ্র' খুলল তৃণমূল। ইতিমধ্যে যাদের ২০০২-এর ভোটার লিস্টে নাম আছে, সেগুলো যেমন তারা সঠিক নথিপত্র দেখে মিলিয়ে দিচ্ছেন, অন্যদিকে যাদের নাম নেই তারাও আসছেন তাঁদের সমস্যার কথা নিয়ে। এই ক্যাম্প চলবে আগামী ৩ মাস। পাশাপাশি গ্রামে গ্রামে মাইকিং প্রচার চলছে। যেখানে বলা হচ্ছে,

'এসআইআর নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হবেন না। তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব আপনাদের পাশে আছেন। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, বসিরহাট তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বুরাহনুল মুকাদ্দেম ওরফে লিটন, চেয়ারম্যান সরোজ বন্দোপাধ্যায়, আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি এটিএম আবদুল্লা ওরফে রনি-সহ জেলা নেতৃত্ব পুরো বিষয়টা নির্বাচন কমিশনের দেওয়া গাইডলাইন ও নথি দেখছেন সমস্যা সমাধানের জন্য। আপনাদের পাশে আছেন।' বসিরহাট পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ভাস্কর মিত্রের উদ্যোগে তৃণমূলের এই সহায়তা ক্যাম্প চলবে লাগাতার। ইতিমধ্যেই সহায়তাকারী শম্পা হালদার বলেন, 'ক্যাম্পে প্রায় ৫০০ জন সাধারণ মানুষ এসে তাঁদের সমস্যার কথা যেমন বলেছেন, অন্যদিকে ২০০২ সালের ভোটার লিস্ট অনুযায়ী উপযুক্ত নথিপত্র মিলিয়ে নিচ্ছেন। আমরা তাঁদেরকে আশ্বস্ত করছি ভয় পাবেন না, অযথা আতঙ্কিত হবেন না। আপনাদের পাশে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস আছি। যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটে, তার জন্য সদা প্রস্তুত তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিকেরা।'

পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর বিধানসভায় বুধবার তৃণমূল কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ১০০০-এরও বেশি কর্মী-সমর্থক বিজেপিতে যোগদান করলেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতো, পুরুলিয়া জেলা বিজেপির সভাপতি শঙ্কর মাহাতো এবং কাশীপুর বিধানসভার বিধায়ক কমলা কান্ত হাঁসদা-সহ অন্যান্যরা।

ললিতপুরের বিল থেকে পানা পরিষ্কার করতেই উদ্ধার বিপুল আধার কার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: বুধবার সকালে পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের পিলা পঞ্চায়েতের ললিতপুর এলাকার একটি বিল থেকে বান্ডিল বান্ডিল আধার কার্ড উদ্ধার হয়। বিলের পানা পরিষ্কার করার সময় আধার কার্ড উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। উল্লেখ্য, আবার মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে এইআইআর। আর তার পরের দিনই বিলের মধ্যে বস্তা বোঝাই আধার কার্ড উদ্ধারের ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা কেউ চাষের কাজে, আবার কেউ বিলের পানা পরিষ্কারের জন্য এলাকায় হাজির হয়েছিলেন। তখনই এক ব্যক্তির নজরে পড়ে একটি বস্তা। প্রথমে বস্তাটিকে দেখে মৃতদেহ মনে হলেও, পরবর্তী সময়ে বস্তা খুলতেই বেরিয়ে আসে কয়েকশো আধার কার্ড, এলাকাবাসীরা জানচ্ছেন আধার কার্ডের ঠিকানা অনুযায়ী বেশিরভাগ

আধার কার্ডই হামিদপুর, পিলা এলাকার মানুষজনদের। কিভাবে এই এলাকায় আধার কার্ড এল? এই নিয়ে সন্ধিহান এলাকার মানুষ। ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে আধার কার্ডগুলিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, 'এসআইআর শুরু হয়েছে, তাই অবৈধরা ধরা পড়ার ভয়ে আগে থেকেই প্রমাণ লোপাট করার জন্য এই কাজ করেছে। এইআইআর পুরো হলেই ঝুলি থেকে অনেক কিছু বের হবে।' যদিও তৃণমূলের দাবি, প্রশাসন প্রশাসনের মতো কাজ করবে। প্রশাসন তদন্ত করে বার করছে কোথা থেকে এই সমস্ত কার্ড এসেছে।

শিখদের মিছিলের সময় ট্রান্সফর্মারে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোলের জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন এসবি গড়াই রোডের আমবাগান মোড়ে বুধবার হঠাৎ করে ট্রান্সফর্মায় আগুন লেগে যায়। আসানসোলের এই ব্যস্ততম রাস্তার উপরে এই ধরনের অগ্নি-কাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এলাকায়। উল্লেখ্য, গুরু নানক জয়ন্তী উপলক্ষে প্রত্যেক বছরের মত সোমবার আসানসোলের মুরগাশোল গুরুদুয়ারা থেকে গ্রন্থসাহেবকে আনা হয় আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত গুরু নানক স্কুলে। এখানে তিনদিন নাম সংকীর্তনের পর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে পুনরায় গ্রন্থ সাহেবকে নিয়ে যাওয়া হয় মুরগাশোল গুরুদুয়ারায়। প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও বুধবার গুরু নানক স্কুলে লঙ্গরখানার আয়োজন করা হয়। যেখানে শিখ সম্প্রদায় ছাড়াও হাজার হাজার মানুষ লঙ্গরখানায় অংশগ্রহণ করে। এই গুরু নানক স্কুলে যাওয়ার অন্যতম রাস্তার মোড় হল আমবাগান। যখন হাজার হাজার পুণ্যার্থী এই রাস্তা দিয়ে পার হচ্ছিলেন, সেই সময় হঠাৎ করে ট্রান্সফর্মায় আগুন লেগে যায়। ফলে পথ চলতি ব্যস্ততম গড়াই রোডের সাধারণ মানুষ-সহ পুর্ণ্যাথীদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। খবর দেওয়া হয় আসানসোলের দমকলে। দমকল একটি ইঞ্জিন ও বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই রাস্তা দিয়েই গুরু নানক স্কুলে শিখ সম্প্রদায়ের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক।

বিশালাকৃতি পাইথন উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: খামার বাড়িতে খড়ের গাদায় দেখা গেল বিশালাকৃতির পাইথন। ওই সাপ দেখে রীতিমতো আতঙ্কে পরিবারের লোকজনেরা। ঘটনাটি জামুড়িয়া থানার মদনতোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের মদনতোড় রুইদাস পাড়ায়। সাপটি প্রায় ৭ ফুট লম্বা বলে জানা গেছে।

জানা গিয়েছে বাড়ির এক সদস্য বাড়ির খামারে খড়েরবোঝা সরাতেই এই বিশাল আকারের সাপ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীদের খবর দেন তিনি। খবর দেওয়া হয়

বনদপ্তরে ও পুলিশে। ঘটনাস্থলে আসে জামুড়িয়া থানার পুলিশ ও বনদপ্তরের কর্মীরা। ওই বিশাল পাইথন উদ্ধার করে নিয়ে যান বনকর্মীরা। এই দৃশ্য দেখার জন্য এলাকার মানুষ ভিড় জমান।

ভুতনিতে বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শনে মালদার নয়া জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে মানিকচক ব্লকের ভুতনিতে বন্যা ও ভাঙন বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করলেন প্রীতি গোয়েল। বুধবার দুপুর জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক ও মানিকচক ব্লকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী ও সেচ দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে ভুতনিতে পৌঁছে যান জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল। সম্প্রতি বর্ষার মরশুমে দক্ষিণ চণ্ডীপুরের কাটা বাঁধ এলাকা জুড়ে যে বিপর্যয় হয়েছে সেটি ঘুরে দেখেন তিনি। গঙ্গার ভাঙনের জেরে দক্ষিণ চণ্ডীপুরের যে বাদের অংশ ভেঙে কয়েকটি গ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে, সেটি সংযুক্ত করার ক্ষেত্রেও সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে পর্যালোচনা করেন জেলাশাসক। পরে জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল মানিকচক ব্লক প্রশাসনিক ভবনে আধিকারিকদের সঙ্গে একটি বৈঠকও করেন। তারপর প্রশাসনিক ভবন চত্বর ঘুরে দেখেন। কোন জায়গাগুলি থেকে মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার কাজ হচ্ছে সেগুলি খোঁজখবর নেন তিনি।

উল্লেখ্য, এবারের বর্ষার মরশুমে কার্যত গঙ্গার ভাঙন এবং বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা। এই দক্ষিণ চণ্ডীপুর এলাকার প্রায় ১০০ মিটার গঙ্গার বাঁধের একটি অংশ জলের স্রোতে ভেঙে যায়। যার ফলে একাধিক গ্রাম প্লাবিত হয়েছিল। দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে জলবন্দী রয়েছিলেন কয়েক হাজার পরিবার। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় বাসিন্দারা ভাঙন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে স্থায়ী বাঁধের দাবি জানিয়ে এসেছেন। সেই দিকেই লক্ষ্য রেখে এদিন জেলাশাসক দক্ষিণ চণ্ডীপুর এলাকার ভাঙন ও বন্যাকবলিত গ্রামগুলি পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি পরে মানিকচক ব্লক প্রশাসনিক ভবনেও একটি বৈঠক করেন তিনি। জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল জানিয়েছেন, 'গঙ্গার ভাঙনের জেরে যে এলাকাগুলির ক্ষতি হয়েছে, সেটি এদিন পরিদর্শন করেছি। সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভাঙন ঢোকানোর ক্ষেত্রে ভালোভাবে কাজ করা যায় কিনা তার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সমস্ত বিষয়টা মাথায় রয়েছে। কিভাবে মানুষের সমস্যা দূর করা যায় তার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। গোটা বিষয়ে আমরা দেখছি দ্রুত পরিকল্পনা সম্পন্ন হলে কাজ শুরু করা হবে।'

তৃণমূলের বিধায়ক দুই রাজ্যের ভোটার!

বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে জামুড়িয়ার হরেরাম সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: ইতিমধ্যেই বাংলা জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ এসআইআর। তারই মাঝে বিতর্কের ঝড় উঠল জামুড়িয়ায়। খোদ জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং-এর দুই রাজ্যে ভোটার কার্ড। বিষয়টি সামনে আসতেই জোর চর্চা জামুড়িয়া বিধানসভা এলাকা জুড়ে। অস্বস্তিতে তৃণমূল।

একদিকে বাংলা জুড়ে যখন এসআইআর আতঙ্ক চলছে, তখন তারই মাঝে গত ৪ঠা নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে স্পেশ্যাল ইন্টেন্সিভ রিভিশনের কাজ। এনুমারেশন ফর্ম হাতে ইতিমধ্যেই বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছেন বুথ লেভেল অফিসাররাও। এবার সেই আবহেই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে নাম জড়ালো জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিংয়ের। এমনকি বিষয়টি সামনে আসা মাত্রই বিধায়কের আসল পরিচয় কোনটা জানতে চায় জামুড়িয়াবাসী? এমনই পোস্টার ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়াতেও ঝড় উঠেছে। উল্লেখ্য, রাজ্যের পশ্চিম বর্ধমান জেলার ভোটার জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং। অন্যদিকে, আবার উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের বালিয়া জেলার ভোটার লিস্টে জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং-এর নাম রয়েছে। এসআইআর আবহে বিধায়কের দুই রাজ্যের ভোটার লিস্টে নাম থাকায় রীতিমতো বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক মহলেও। তবে এই বিষয়ে বিধায়ক হরেরাম সিং সরাসরি জানিয়ে দেন, 'আমি এখন কিছু বলতে পারব না। ইলেকশন কমিশন পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখুক।' অন্যদিকে এই বিষয়ে বিজেপির রাজ্য নেতা

কৃষ্ণেন্দু মুখার্জী জানান, 'শুধু জামুড়িয়ার বিধায়ক নন, তৃণমূলের বহু এমন ভৌত ভুতুড়ে ভোটার আছে।' তিনি আরও বলেন, 'তৃণমূলের এক সময়ে রাজনৈতিক উপদেষ্টা প্রশান্ত কিশোর (পিকে) তাঁরও দুটি জায়গায় ভোটার লিস্টের নাম পাওয়া গেছে। আর এই ধরণের ভূতুড়ে ভোটার থাকার জন্যই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব এসআইআর-এর বিরোধিতা করছেন।' কৃষ্ণেন্দু বাবু পরিষ্কার ভাষায় বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে সুষ্ঠুভাবে এসআইআর যাতে হয়, তার জন্য বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা পথে নেমেছেন।' বিধায়ক হরেরাম সিং-এর দুই রাজ্যের ভোটার লিস্টের নাম প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'ঠিক এই কারণেই এসআইআর রাজ্যে জরুরিভাবে প্রয়োজন। প্রকৃত ভোটারদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো ও নকল ভোটারদের বাদ দেওয়া এবং একই পরিচয়ের অধীনে একাধিক ভোটার কার্ডধারীদের চিহ্নিত করা অপরিহার্য, যাতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হল জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিংহের ঘটনা, যার বিরুদ্ধে দুটি ভোটার কার্ড থাকার অভিযোগ রয়েছে। এর পেছনের সত্যতা অবিলম্বে প্রকাশ করা উচিত। তার নাম কেবল পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায়ই নয়, উত্তরপ্রদেশেও রয়েছে বলে জানা গেছে। আমি @CEOWestBengal কে দ্রুত এবং স্বচ্ছ তদন্ত শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি যাতে দেরি না করে তথ্য সামনে আনা যায়।'

বচসার জের, বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন দোকানদারকে, ধৃত ক্রেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: রায়না থানার খালের পুল বাজারে চায়ের দোকানে খরিদ্দারের সঙ্গে বচসার জেরে বাঁশের আঘাতে মৃত্যু হল দোকানদারের। মৃতের নাম ফরিদালি শেখ (৫০)। রায়না থানার মাছখান্ডা গ্রামে তাঁর বাড়ি। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে বেলসরের যুবক রাজা মোল্লা চা খেতে দোকানে আসে। সেখানেই দোকানদার ফরিদালি শেখ-এর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে যায় এবং চায়ের দোকানের পাশে পড়ে থাকা বাঁশ নিয়ে ফরিদালি শেখের মাথায় আঘাত করে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন তিনি। পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে এবং সেখান থেকে কেমড়ি হাসপাতাল হয়ে নবাব হাটের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে তাঁকে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলাকালীন বুধবার ভোর চারটে নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে রায়না থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

তারকেশ্বরের বালিগোরী পঞ্চায়েতে বিএলএ কারা জানেন না বিএলও'রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাড়ি বাড়ি যেতে শুরু করেছেন বিএলও-রা। আর শুরু দিনেই দিকে দিকে বিতর্ক। বিতর্ক তারকেশ্বরেও। বিএলএ কারা জানেন না বিএলও-রা। অনুমোদন না পেলেও বিএলও-দের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের অনুমোদনহীন বিএলএ-দের। অভিযোগ বিজেপির। অনুমোদন দেওয়া হয়নি তাঁদের বিএলএ-দেরও। তাতেই চাপানউতোর জেলার রাজনৈতিক মহলে। চূড়ান্ত ধোঁয়াশায় বিএলও-রা। ২৪৮ নং বুথের বিএলএ রাজশেখর মজুমদার বলছেন, 'তাঁকে শুধুমাত্র মৌখিক ভাবে বিডিও অফিস থেকে কাজ করার কথা জানানো হয়েছে। তিনি কাজ করছেন তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে। তবে ব্লক অফিস থেকে তাঁকে কোনও কার্ড দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়নি কোনও অনুমোদনও।' তারকেশ্বরের বালিগোরী পঞ্চায়েত বিএলও হিসাবে দায়িত্ব পেয়েছেন রিনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধোঁয়াশায় তিনিও। তিনি বলছেন, 'কারা কোন দলের বিএলএ, আমরা জানি না। ওরা নিজেরাই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিচ্ছেন। তবে অফিস থেকে ওদের বিষয়ে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি।' তাঁর সঙ্গে বিএলএ হিসাবে ছিলেন তারকেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সুমনা ঘোষ। তিনি বলছেন, 'দলীয়ভাবে আমাদের নিযুক্ত করা হয়েছে একটা ফর্ম ফিলাপ করার পর। কিন্তু কোনও অনুমোদনপত্র বা আই কার্ড দেওয়া হয়নি।'

এখানেই গুরুতর অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ, বিএলএ-এর জন্য তারকেশ্বর বিধানসভার ২৭০টি বুথের জন্য কাউকেই এখনও অনুমোদন বা পরিচয়পত্র দেওয়া হয়নি। কিন্তু তৃণমূল গায়ের জোরে বিএলও পাঠাচ্ছে। অন্যদিকে তাঁদের আরও অভিযোগ, তাঁরা ২১২ জন বিএলএ-র জন্যে অনুমোদন চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই অনুমোদন দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে বিজেপির খোঁচা উড়িয়ে তৃণমূলের দাবি, সাধারণ মানুষকে সহযোগিতা করার জন্যই তাঁদের বিএলএ-রা যাচ্ছেন। যদিও এ বিষয়ে কোনও কথাই বলতে চাননি তারকেশ্বর বিডিও সীমা চন্দ্র সীমা।

বাঁকুড়ায় নতুন সিনেমা হল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ায় খুলতে চলেছে একটি সিনেমা হল। দেখতে অনেকটা প্ল্যানেটরিয়ামের মতো। ছোটখাটো বেশ কিউট। তৈরি হচ্ছে রাস্তার পাশেই। এতদিন বাঁকুড়া শহরে পাঁচটি সিনেমা হল থাকা সত্ত্বেও সেগুলি পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। বাঁকুড়া যুব সমাজকে যেতে হত দুর্গাপুরে সিনেমা দেখতে।

বহুদিনের এক দাবি ছিল, একটা সিনেমা হল হোক বাঁকুড়ায়। যেখানে সাধারণ মানুষ গিয়ে একটু সিনেমা দেখতে পারবে। এবার সেই স্বপ্নই কি তাহলে পূরণ হতে চলল? ডোম আকৃতির সিনেমা হলটি আকারে ছোটো, সিনেমা প্রেমীদের কিছু অপ্রাপ্তির মধ্যেও কিছুটা পুরস্কারের মত এই সিনেমা হল। ঠিকানা, শালবনি-ছাতনা রোড। আদতে এটি একটি মিনি থিয়েটার, 'ছোটু মহারাজ' নামক একটি ফ্রাঞ্জাইজির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাঁকুড়ার ব্যবসায়ী প্রার্থ গড়াই

যুগ্ম প্রচেষ্টায় তৈরি করছেন থিয়েটারটি। পার্থ গড়াই জানান, এই থিয়েটারে ১০০ জন বসতে পারবেন, থাকবে সব রকমের সুবিধা। সিঙ্গেল স্ক্রিন অর্থাৎ একটি পর্দার থিয়েটার হবে এটি। সব রকমের সিনেমা চলবে এই থিয়েটারে। শুরু হতে প্রায় ৩ থেকে ৪ মাস লাগার কথা। আনুমানিক খরচ হয়েছে ৭৫ লক্ষ টাকা মত। বাঁকুড়া জেলায় সিনেমা হলের অভাব যথেষ্ট স্পষ্ট। গোটা শহর জুড়ে ছিল তিনটি এবং শহর সংলগ্ন গন্ধেশ্বরী নদীর ওপারে ছিল দুটি সিনেমা হল বা প্রেক্ষাগৃহ। কুসুম, বিশ্বকর্মা, বীণাপাণি, চণ্ডীদাস এবং শিবানী। এক সময় বাঁকুড়ার মানুষে সিনেমা দেখার রমরমা ছিল চোখে পড়ার মত। তবে সেগুলি এখন অতীত। ভবিষ্যৎ হিসেবে এখন তৈরি হচ্ছে এই ছোট মিনি থিয়েটার।

আজও রাসযাত্রায় সূর্যদেবকে উৎসর্গ করে সুবর্ণরেখা নদীতে ভাসানো হয় নৌকো

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরের সুবর্ণরেখা তীরবর্তী গ্রামের বাসিন্দারা নদীতে নৌকো ভাসানোর রীতি এখনও বহমান রেখেছেন। প্রতিবছর গ্রামবাসীরা রাস উৎসবের দিন সকালে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে পুজো দেওয়ার আগে সূর্যদেবকে এই নৌকো উৎসর্গ করেন। জানা গিয়েছে, ওডিশা ও ঝাড়খণ্ডের সীমান্তবর্তী গোপীবল্লভপুর এলাকার শ্যামসুন্দরপুর, গোপীবল্লভপুর, ধর্মপুর ও আশুই গ্রামের বাসিন্দারা প্রতিবছরই সুবর্ণরেখা নদীতে নৌকো ভাসিয়ে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে রাসপুজো দিয়ে থাকেন। নৌকো ভাসানোর আগে নদীর তীরে একটি জায়গায় বালির মধ্যে গুঁজে আঁখ, হলুদ, তুলসী, কচু এই ধরনের পাঁচটি গাছকে পুজো করা হয়।

নদী থেকে জল নিয়ে গাছের উপরে ঢালার রীতি রয়েছে। এই গাছগুলিকে পুজো করার পরে একটি শোলার তৈরি নৌকোর মধ্যে বিভিন্ন রঙিন কাগজের পতাকা দিয়ে নদীতে ভাসানো হয়। বৃহস্পতিবার রাসযাত্রা শুরুর দিনে সুবর্ণরেখা নদীতে গোপীবল্লভপুর এলাকার বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা এই নৌকা ভাসিয়েছেন। এই নিয়ে গোপীবল্লভপুর এলাকার আশুই গ্রামের বাসিন্দা সনাতন দাস জানান, 'পূর্বপুরুষদের আমল থেকেই আমরা রাসযাত্রার সময়ে নৌকো ভাসানোর রীতি পালন করে আসছি। রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে পুজোর আগে এই নৌকো ভাসিয়ে সূর্যদেবকে নিবেদন জানানো হয়। আসলে এই সংস্কৃতি সুবর্ণরেখা তীরবর্তী ঝাড়খণ্ড ও ওডিশা এলাকায় বেশি প্রচলিত। আমাদের গোপীবল্লভপুর এলাকাটি এই তিন রাজ্যের একটি মিলিত জায়গা। এখান থেকে দশ কিলোমিটার মধ্যে রয়েছে ওডিশা ও ঝাড়খণ্ড। নৌকো ভাসানোর পরে আমরা রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে পুজো দিয়ে থাকি। রাসযাত্রার সময়ে প্রতিবছর এলাকায় এই রীতি পালিত হয়।'

ইন্ডিয়া জোটের দলে যোগদান প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর, তির অসম বিজেপিকে

গুয়াহাটি, ৫ নভেম্বর: অবশেষে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল 'অসম জাতীয় পরিষদ' (এজেপি)-এ নাম লেখালেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির টিকিটে চারবারের নির্বাচিত সাংসদ রাজেন গোহাঁই। আনুষ্ঠানিকভাবে এজেপিতে যোগদান করে অসম বিজেপিকে লাগাতার আক্রমণ করেছেন রাজেন। এজেপি-সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ, সম্পাদক জগদীশ ভুইয়াঁ-সহ দলের অন্য নেতাদের সঙ্গে নিয়ে বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন রাজেন গোহাঁই। সেখানে তিনি বলেন, 'অসমকে পুলিশ-চালিত রাজ্যে পরিণত করেছে বর্তমান বিজেপি। এই রাজ্যে এখন হিটলারি-রাজ চলছে, চলছে কর্তৃত্ববাদী শাসন।'

রাজেন গোহাঁই বলেন, 'আমি অনেক জাতীয় দলের শাসন দেখেছি। কিন্তু এখন দেখছি, আমাদের নিজের রাজ্য দিল্লির হাতে তুলে দিয়েছি আমরা। অসমের জনগণ তাঁদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর এবং ক্ষমতা ও অধিকার হারিয়েছেন।' গোহাঁই বলেন, 'বিজেপি অসমের সামাজিক কাঠামোকে মজবুত করার পরিবর্তে সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে উঠেছে।' রাজেন গোহাঁইয়ের অভিযোগ, 'বিজেপি সরকার একটি স্বৈরাচারী ভাবধারা চাপিয়েছে। গোটা প্রশাসনযন্ত্রকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে বিজেপি।' প্রয়াত শিল্পী জুবিন গর্গকে স্মরণ করে রাজেন বলেন, 'জুবিন বলেছিলেন, অসমের ময়দান ও বাজার আমাদের হাতে আসতে হবে। তাঁর আদর্শ নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব। ময়দান পরিত্যাগ করে কোনও সম্প্রদায়ই অগ্রসর হতে পারে না।' এছাড়া অসমের ভূমি ও সম্পদের নিয়ন্ত্রণ করতে বহিরাগতদের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে বলে জাতীয় দলগুলিকেও অভিযুক্ত করেছেন তিনি।

নগাঁওয়ের চারবারের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ বলেন, 'আমার দীর্ঘদিনের কর্মীদের লজ্জিত করেছে, অবজ্ঞা করা হচ্ছে আমার কর্মীদের। যাঁদের আত্মসম্মান আছে, তাঁদের এই দল ছেড়ে এজেপি (অসম জাতীয় পরিষদ) ও এজিপি (অসম গণ পরিষদ)-র মতো আঞ্চলিক শক্তিতে যোগদান করা উচিত।'

কংগ্রেসের সঙ্গে মতপার্থক্য ব্যক্ত করে সময়ের আহ্বানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে গোহাঁই বলেন, 'কংগ্রেসের সবাই খারাপ নয়। কংগ্রেসে যাঁরা খারাপ কাজ করেছেন, তাঁরাই এখন বিজেপির নেতৃত্ব দিচ্ছেন।'

রাজেনের দাবি, 'আমার ছেলে নবারুণ গোহাঁইকে একটি পদে নিযুক্ত করেছে বিজেপি। এর উদ্দেশ্য, তাঁর বাবাকে নিয়ন্ত্রণ করা। তবে আমি ছেলেকে দল (বিজেপি) ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছি।'

উল্লেখ্য, ভারতীয় জনতা পার্টির টিকিটে ১৯৯৯ সাল থেকে টানা চারবার নগাঁও লোকসভা আসনে বিজয়ী হয়েছিলেন রাজেন। নরেন্দ্র মোদীর প্রথম মেয়াদে রেল দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন নগাঁওয়ের অপ্রতিরোধ্য বিজেপি নেতা রাজেন গোহাঁই। ২০২৩ সালে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রতিবাদে ক্যাবিনেট মর্যাদার অসম খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ নিগমের অধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন গোহাঁই। তাঁর বক্তব্য ছিল, সীমানা পুনর্নির্ধারণে জনবিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে, খিলঞ্জিয়া ভূমিপুত্রদের আধিপত্য খর্ব হয়ে যাবে।

এ ব্যাপারে তিনি হিমন্ত বিশ্বশর্মার সঙ্গে কথাও বলেছিলেন, কিন্তু কোনও ইতিবাচক ফল লাভ হয়নি। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণের দিন তিনি দলবিরোধী মন্তব্য করায় মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। সেদিন (২৬ এপ্রিল, ২০২৪) মুখ্যমন্ত্রী তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে বলেছিলেন, 'যে ব্যক্তি নির্বাচনের দিন মোদীজির বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন, তাঁর দলে থাকা উচিত না-অনুচিত সেই সিদ্ধান্ত আমার দল নিতে পারে।'

বারাণসী

দেব দীপাবলিতে অংশগ্রহণ করলেন যোগী আদিত্যনাথ

বারাণসী, ৫ নভেম্বর: কার্তিক পূর্ণিমায় অপরূপ সৌন্দর্যে সেজে উঠল বারাণসী। বুধবার সন্ধ্যায় বারাণসীর গঙ্গা ঘাটে দেব দীপাবলি উদযাপন শুরু হয়। ১ থেকে ৪ নভেম্বর শহরে গঙ্গা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এদিন রাতে গঙ্গার তীরে একটি জমকালো দেব দীপাবলি অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বারাণসীতে দেব দীপাবলি উদযাপনে যোগ দেন। কার্তিক পূর্ণিমা উপলক্ষে এদিন অযোধ্যার সরযূ ঘাটেও সন্ধ্যায় আরতি করা হয়।

প্রতি বছর কার্তিক পূর্ণিমায় দেব দীপাবলি পালিত হয়। দীপাবলির প্রায় ১৫ দিন পরে এই দিনটি পালিত হয়। এই বছর, দেব দীপাবলি পালিত হল ৫ নভেম্বর। পুরাণ অনুসারে, এই দিনে ভগবান শিব ত্রিপুরাসুর রাক্ষসকে বধ করেছিলেন। আনন্দে দেবতারা স্বর্গ ও পৃথিবীতে প্রদীপ জ্বালিয়ে উদযাপন করেছিলেন। তারপর থেকে প্রতি বছর এই দিনে দেব দীপাবলি পালনের ঐতিহ্য অব্যাহত রয়েছে।

মোদী-ট্রাম্পের নিত্য যোগাযোগে বাণিজ্য আলোচনায় নতুন গতি

জানাল হোয়াইট হাউস

ওয়াশিংটন, ৫ নভেম্বর: ভারত-মার্কিন সম্পর্কের সাম্প্রতিক টানাপোড়েনের মধ্যেই দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বার্তা দিল হোয়াইট হাউস। মঙ্গলবার প্রেস ব্রিফিংয়ে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ক্যারোলিন লেভিট জানান, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'নিয়মিত কথোপকথনে' আছেন এবং দুই দেশের বাণিজ্য আলোচনা 'অগ্রগতির পথে'। লেভিট বলেন, 'প্রেসিডেন্ট মোদীকে অত্যন্ত সম্মান করেন। তাঁদের মধ্যে ঘন ঘন যোগাযোগ হয়। আমাদের বাণিজ্য দল ভারতের সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে।'

বিগত কয়েক মাসে রাশিয়া থেকে ভারতের অপরিশোধিত তেল আমদানি এবং মার্কিন শুল্কনীতিকে কেন্দ্র করে দুই দেশের সম্পর্কে কিছুটা ভাটা দেখা দিয়েছিল। ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের পর নয়াদিল্লি নীরব কূটনৈতিক কৌশলে পরিস্থিতি সামলানোর পথ নেয়। সাম্প্রতিক মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর ভারতীয় তেল কোম্পানিগুলি রুশ তেলের ক্রয় কিছুটা সীমিত করেছে বলেও জানা গিয়েছে।

পর্যবেক্ষক মহলের মতে, হোয়াইট হাউসের এই বার্তা দুই দেশের বাণিজ্য আলোচনার বরফ গলার ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্প্রতি ভারতকে 'বিশ্বস্ত বাণিজ্য সহযোগী' হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং দ্রুত একটি নতুন বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের আশা প্রকাশ করেছেন। যদিও কোনও সময়সীমা এখনও স্থির হয়নি, তবে দিল্লি ও ওয়াশিংটনের মধ্যে কূটনৈতিক আলোচনার পরিবেশ যে অনেকটাই তৈরি হয়েছে, তা স্পষ্ট।

সুপরিকল্পিত চক্রান্ত চলছে, রাহুলকে তোপ রিজিজুরও

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর: লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা কিরেন রিজিজু। বুধবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণ শানান রাহুল গান্ধি। হরিয়ানার ভোটে কারচুপি-সহ নানা ধরনের অভিযোগ আনেন। এরই প্রেক্ষিতে এদিন রাহুলকে কটাক্ষ করে কিরেন রিজিজু বলেন, 'এখন নিজের ব্যর্থতা লুকোনোর জন্য, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীআবার সাংবাদিক সম্মেলন করছেন। বিহারে ভোটগ্রহণের আর দুই দিন বাকি, কিন্তু তার আগে, রাহুল গান্ধি হরিয়ানার গল্প বলছিলেন। এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, বিহারে কোনও ইস্যু অবশিষ্ট নেই, তাই মনোযোগ সরাতে হরিয়ানার বিষয়টি তৈরি করা হচ্ছে। তিনি (রাহুল গান্ধি) বলেছিলেন, হরিয়ানার এক্সিট পোলে কংগ্রেস জিতেছে। ২০০৪ সালের নির্বাচনের সময়ও এক্সিট পোল এবং মতামত সমীক্ষাগুলি বিজেপি এবং এনডিএ-র জয় ঘোষণা করছিল, কিন্তু গণনার ফলাফলে এনডিএ হেরে গেছে। আমরা ফলাফল মেনে নিয়েছি এবং ইউপিএ-কে অভিনন্দন জানিয়েছি, কিন্তু আমরা নির্বাচন কমিশনকে কুকথা বলি না। গণতন্ত্রে, জয় এবং পরাজয় উভয়ই মেনে নিতে হয়। কিন্তু যখন এক্সিট পোল কংগ্রেসের পক্ষে আসে, তখন তাঁরা হাততালি দেন এবং যখন বিপক্ষে যায়, তখন তিনি মিডিয়াকে কুকথা বলেন।'

হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে ভোট কারচুপির অভিযোগের বিষয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির অভিযোগের বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 'রাহুল গান্ধি কেবল বিজেপিকেই নয়, আমাদের দেশের ব্যবস্থা এবং দেশের প্রতিষ্ঠানগুলির বিশ্বাসযোগ্যতাকেও নিশানা করছেন। আপনারা তাঁকে সেনাবাহিনীকে নিশানা করতে দেখবেন। তারপর, যদি আদালতের সিদ্ধান্ত ন্যায্য মনে না হয়, তা হলে তিনি সুপ্রিম কোর্ট এবং বিচার বিভাগকে আক্রমণ করবেন। নির্বাচন কমিশন, আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠানগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অর্থ হল আপনি সেগুলিকে নিশানা করছেন। এটি একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।'

ভূস্বর্গে সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াই, আহত এক জওয়ান

কিশতওয়ার, ৫ নভেম্বর: ফের জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গিদের সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর গুলির লড়াই। কাশ্মীরের কিশতওয়ারের ছত্রু এলাকায় অপারেশন শুরু করেছে সেনা। প্রাথমিক ভাবে জানা গেছে, অভিযানের সময় এক জওয়ান আহত হয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান এখনও চলছে। উল্লেখ্য, সেনাবাহিনীর হোয়াইট নাইট কর্পস এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছে, বুধবার ভোরে ছত্রু এলাকায় জঙ্গিদের সঙ্গে ভারতীয় সেনার গুলির লড়াই শুরু হয়েছে। কোনও জঙ্গিকে খতম করা হয়েছে কি না, সেই ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি। যৌথ তল্লাশি অভিযান অব্যাহত।

ভার্জিনিয়ায় জয়ী ভারতীয় বংশোদ্ভূত

নিউ ইয়র্ক, ৫ নভেম্বর: ভার্জিনিয়ার লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদে জিতলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঘাজালা হাসমি। ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী হাসমি হারিয়েছেন রিপাবলিকান দলের প্রার্থী জন রিডকে। এর আগে ভার্জিনিয়া সেনেটে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর আগে কোনও দক্ষিণ এশিয়ান ওই সেনেটে নির্বাচিত হননি। তিনি লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদে নির্বাচিত হওয়ায় তাঁর সেনেটর পদটি ফাঁকা হল। ফলে ফের সেনেটর পদে বিশেষ নির্বাচন হবে। ১৯৬৪ সালে হায়দরাবাদে জন্ম হয় ঘাজালার। শৈশব কাটে মামার বাড়ি মালাকপেটে। চার বছর বয়সে মা এবং বড় ভাইয়ের সঙ্গে তিনি চলে আসেন আমেরিকায়।

ময়দান

টেস্ট দলে ফের ব্রাত্য শামি, ফিরলেন ঋষভ-আকাশদীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য ভারতীয় দল ঘোষণা করলেন নির্বাচকরা। প্রত্যাশা ছিল, রনজির প্রথম দুই ম্যাচে দুরন্ত ফর্মে থাকা বাংলার পেসার মহম্মদ শামি ফিরবেন জাতীয় দলে। কিন্তু অজিত আগরকর নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি ফের উপেক্ষা করল অভিজ্ঞ এই বোলারকে। একইভাবে বাদ পড়েছেন বাংলার আর এক ক্রিকেটার অভিমন্যু ঈশ্বরনও। অন্য দিকে, চোট সারিয়ে দলে প্রত্যাবর্তন ঘটল ঋষভ পন্থ এবং আকাশদীপের। বাকি দল অপরিবর্তিত।

ইংল্যান্ড সফরে চোট পাওয়া পন্থ দীর্ঘ পুনর্বাসনের পর অবশেষে মাঠে ফেরেন দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৭ রানে আউট হয়ে হতাশ করলেও, দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ব্যাটে দেখা যায় পুরনো ছন্দ। দুরন্ত ৯০ রানের ইনিংস খেলে দলকে নেতৃত্ব দেন তিনি। সেই পারফরম্যান্সেই নির্বাচকদের বিশ্বাস অর্জন করেন উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। তাই তাঁর দলে ফেরা অনেকটা সময়ের অপেক্ষা ছিল। এই প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে প্রায় ৯৫ দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন তিনি। অন্য দিকে, বাংলার তরুণ পেসার আকাশদীপও ফিরে এসেছেন দলে। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন তিনি। কিছুদিন আগে চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন আকাশ। তাঁর ধারাবাহিকতা নির্বাচকদের নজর কাড়তে সাহায্য করেছে। তবে সবথেকে বড় প্রশ্ন থেকে গেল মহম্মদ শামিকে নিয়ে। ৩৫ বছর বয়সি এই পেসার চোট সারিয়ে রনজি ট্রফিতে দুরন্ত শুরু করেছিলেন। প্রথম দুই ম্যাচে ১৫ উইকেট নিয়ে জানান দিয়েছিলেন, এখনও জাতীয় দলে ফেরার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে উইকেট না পেলেও ফিটনেস এবং স্পেল ধরে রাখার ক্ষমতা ছিল প্রশংসনীয়। তবুও নির্বাচকরা তাঁকে বিবেচনা করেননি। অনেকেই মনে করছেন, ফিটনেস বা বয়স নয়, বরং নতুন মুখদের সুযোগ দিতে গিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সব মিলিয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের টেস্ট স্কোয়াডে যেমন প্রত্যাবর্তনের গল্প আছে, তেমনই আছে কিছু বিতর্কও। পন্থ ও আকাশদীপের ফেরায় দল শক্তিশালী হলেও, শামির অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ক্রিকেট মহলে; ফিট ও ফর্মে থাকা এক অভিজ্ঞ পেসারকে কেন বারবার উপেক্ষা করা হচ্ছে?

রিয়ালকে হারাল লিভারপুল

■ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে অ্যানফিল্ডে মঙ্গলবার রাতে রিয়াল মাদ্রিদকে ১-০ গোলে হারায় লিভারপুল। ম্যাচে ৬১ মিনিটে ব্যবধান গড়ে দেন ম্যাক অ্যালিস্টার। অ্যানফিল্ডে খেলাটা মূলত হয়েছে লিভারপুল বনাম রিয়াল গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়ার মধ্যে। লিভারপুলের একের পর এক আক্রমণ সামলেছেন বেলজিয়ামের এই গোলরক্ষক। তবুও ঘরের মাঠে জয় নিয়েই মাঠ ছেড়েছে অলরেডরা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এই নিয়ে টানা দু'বার রিয়াল মাদ্রিদকে হারাল লিভারপুল।

দিয়াজের জোড়া গোল, জয় পেল বায়ার্ন

প্যারিস, ৫ নভেম্বর: চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজিকে তাদের মাঠেই হারিয়ে দিল বায়ার্ন মিউনিখ। মঙ্গলবার রাতে পার্ক দে প্রিন্সেসে পিএসজিকে ২-১ গোলে হারিয়েছে জার্মান চ্যাম্পিয়নরা। এখনও পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১৬ ম্যাচে জয় পেল কোম্পানির দল। মঙ্গলবার রাতে আক্রমণ ও বল দখলে আধিপত্য দেখিয়েও ১০ জনের বায়ার্নকে হারাতে পারেনি এনরিকের পিএসজি। জোড়া গোল করার পর এদিন লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন দিয়াজ। ৭৪ মিনিটে জোয়াও নেভেস পিএসজির হয়ে একমাত্র গোলটি শোধ করেন। চার ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চূড়ায় আছে বায়ার্ন। এদিকে তিন জয়ের পর এবার হারল পিএসজি। ৯ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে লুইস এনরিকের দল।

'স্যার' বেকহ্যাম

লন্ডন, ৫ নভেম্বর: 'নাইটহুড' উপাধি পেলেন ইংল্যান্ড জাতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন খেলোয়াড় ডেভিড বেকহ্যাম। বিশেষ এই সম্মান পেয়ে উচ্ছ্বসিত তিনি। ব্রিটিশ রাজপ্রাসাদে মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে এই সম্মাননা গ্রহণ করেন ৫০ বছর বয়সী বেকহ্যাম। এখন থেকে তাঁর নামের শুরুতে বসবে 'স্যার।' এই সম্মাননা পেয়ে গর্বিত ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন তারকা ফুটবলার।

প্রথম ভারতীয় হিসেবে ইউরোপের লিগে হ্যাটট্রিক করা তারকা ফরোয়ার্ড জ্যোতি চৌহানকে আসন্ন মরসুমের জন্য সই করাল ইস্টবেঙ্গল এফসি।

অভিষেক ডালমিয়ার হাত ধরে স্বপ্নের উড়ান রাজস্থান ক্লাবের

প্রথম ডিভিশনে রাজস্থান ক্লাব

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়: প্রথম ডিভিশনে রাজস্থান ক্লাব ।দুর্গাচক মিলন সংঘকে হারিয়ে শনিবার প্রথম ডিভিশনে ওঠে রাজস্থান ক্লাব ।রাজস্থান ক্লাবের প্রথম ডিভিশনে ওঠায় স্বভাবতই খুশি ক্লাবের কর্মকর্তা অভিষেক ডালমিয়া , সজ্জন চৌধুরী , পবন ভালোটিয়ারা । রাজস্থান ক্লাবের স্বপ্নের সওদাগর অভিষেক ডালমিয়া হাত ধরেই এই সাফল্য তাদের ।ময়দানের সকলের প্রিয় মিকির হাত ধরেই ক্রিকেটের পাশাপাশি ফুটবলেও এসেছে অভাবনীয় সাফল্য। তিনি স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন সেই স্বপ্ন সত্যি হল এদিন ।অভিষেক ডালমিয়া কথা দিয়েছিলেন এই দলকে প্রথম ডিভিশন এ তুলবেন ।সময় লাগলেও কথা রাখলেন তিনি। এবার লক্ষ্য প্রিমিয়াম ডিভিশন। এদিন অভিষেক ডালমিয়ারা ধন্যবাদ জানান ক্লাবের খেলোয়াড় , কোচ ও আধিকারিকদের । ভবিষ্যতে রাজস্থান ক্লাব আরো ভালো খেলবে বলে আত্মবিশ্বাসী অভিষেক ডালমিয়ারা ।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT
Jagadishpurhat, Howrah
Corrigendum
e-Tender Notice No. WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-29(1-12)/2025-26, dated-16.10.2025. published on 05.11.2025 in 'Ekdin' Bengali Daily News paper & 'Morning India' English Daily News paper, the address of Gram Panchayat Office to be read as **Jagadishpurhat, Howrah** in place of **Ballavpur, Uttar Ballavpur, Mandir Bazar, South 24 Pgs.** All other remain unchanged. **Sd/- Prodhan Jagadishpur Gram Panchayat**

NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/1482/25-26 Dated 04.11.2025
E-Tenders are being Invited for : Installation of 16 Mtr. High Mast with 09 Nos. of 210 watt LED Flood Light near Buddhadev Mondal house at natunpally (purbo) for APAS Campaign, Ward No.-20 Under Rajpur-Sonarpur Municipality within Sonarpur Uttar AC. **a) Date of uploadation:** 06.11.2025 at 11-00 hrs. **b) Estimated Amount:** Rs: 4,37, 673.06/- **c) Documents download starting date & time:** 06.11.2025 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 01.12.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid :** 03.12.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders. gov.in. **Sd/- Executive Officer Rajpur-Sonarpur Municipality**

e-Tender Notice
Prodhan, Illambazar Gram Panchayet, Birbhum , West Bengal invites Tender e-NIT No- 7 & 8 /IGP/2025-26 dt 03.11.2025 and e-NIT No- 9 & 10 /IGP/2025-26 dt 04.11.2025 Tender ID: - 2025_ZPHD_937402 , 937404 , 938431 , 938432 for 202 Nos work of APAS . Works details will be available in the website: wbtenders.gov.in Sd/- Prodhan Illambazar Gram Panchayet

KHAKURDAHA GRAM PANCHAYAT
Joynagar-1 Block, District South 24 Parganas
ABRIDGED NIT
On behalf of **Khakurdaha Gram Panchayat** of Joynagar-1 Block under south 24 Parganas dist. Invites bids for Construction of **DRINKING WATER TUBEWELL @ 200000.00 Nit no:- 220(1-6)/APAS/KKDGP/2025-2026.** The Estimated Cost INcluding GST & L. Cess. The period of bid submission is **10:00 AM of 4th Nov. 2025 to 10:00 AM of 22th Nov 2025.** For details please visit to **wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan, Khakurdaha Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 357/2025-2026, Dated- 05-11-2025
e-Tenders are invited by the General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil works at Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **06-11-2025 after 10.00 am.** Bid submission end date- **27-11-2025 upto 3.00 pm.**
Date: 05.11.2025 Sd/- General Manager

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

অমোল আলোয় শাপমুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ক্রিকেটে অমল মুজুমদারের নাম উঠলেই অনেকে একরাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। ঘরোয়া ক্রিকেটের ইতিহাসে তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, অথচ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আকাশে তাঁর জ্বলে ওঠা হয়নি। পদ্মকর শিভালকর কিংবা রাজিন্দর গোয়েলের মতোই তিনি সেই সব ক্রিকেটারদের একজন, যাঁরা ভুল সময়ে জন্ম নেওয়ার ভাগ্য-বিড়ম্বনায় জাতীয় দলের দরজায় কড়া নাড়লেও সুযোগ পাননি। শচীন তেন্ডুলকর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রাহুল দ্রাবিড়, ভিভি এস লক্ষ্মণের মতো তারায় ভরা ভারতীয় ব্যাটিং লাইন-আপের মধ্যে জায়গা পাওয়া যে কতটা কঠিন ছিল, তা অমলের মতো প্রতিভাবান ক্রিকেটারের কেরিয়ারই প্রমাণ। মুম্বইয়ের এই ব্যাটার রনজি ট্রফিতে পাহাড়প্রমাণ রান করেও জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়াতে পারেননি। তাঁর ক্রিকেটজীবনের চূড়ান্ত সাফল্য হিসেবে এতদিন ছিল কেবল ঘরোয়া মঞ্চের কীর্তি।

কিন্তু ভাগ্য কখনও কখনও এমনই বিস্ময় রচনা করে, যা বাস্তবের চেয়েও রূপকথার মতো লাগে। ঠিক তেমনই ঘটেছে অমল মুজুমদারের জীবনে। খেলোয়াড় হিসেবে না-পারলেও, কোচ হিসেবে তিনি ছুঁয়ে দেখলেন বিশ্বজয়ের চূড়া। ২০২৫ সালের নভেম্বরের মায়াবী রাতে, নবি মুম্বইয়ে যখন হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বে ভারতীয় মহিলা দল দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতল, তখন দলের ড্রেসিংরুমে দাঁড়িয়ে এই মুম্বইকর কোচ। তাঁর গলায় উঠল সেই সোনালি পদক, যা ২০০৩ সালের জোহানেসবার্গে সৌরভ-দ্রাবিড়দের গলায় ঝোলেনি। সেই ব্যর্থতার প্রজন্মেরই এক সদস্য হয়েও, অমল অবশেষে পেলেন স্বপ্নপূরণের স্বাদ।

ভাগ্য কখনও কখনও এমনই বিস্ময় রচনা করে, যা বাস্তবের চেয়েও রূপকথার মতো লাগে। ঠিক তেমনই ঘটেছে অমল মুজুমদারের জীবনে। খেলোয়াড় হিসেবে না-পারলেও, কোচ হিসেবে তিনি ছুঁয়ে দেখলেন বিশ্বজয়ের চূড়া। ২০২৫ সালের নভেম্বরের মায়াবী রাতে, নবি মুম্বইয়ে যখন হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বে ভারতীয় মহিলা দল দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতল, তখন দলের ড্রেসিংরুমে দাঁড়িয়ে এই মুম্বইকর কোচ। তাঁর গলায় উঠল সেই সোনালি পদক, যা ২০০৩ সালের জোহানেসবার্গে সৌরভ-দ্রাবিড়দের গলায় ঝোলেনি।

বিশ্বজয়ের পর আবেগে ভেসে অমল বলেছিলেন, ‘এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। এই জয় সম্পূর্ণ দলের কৃতিত্ব। মেয়েরা প্রাণপণ লড়াই করেছে ট্রফিটার জন্য। আজ গোটা দেশ ওদের নিয়ে গর্বিত।’ সত্যিই, একসময় টানা তিন ম্যাচ হেরে যখন ভারত বিশ্বকাপের দৌড় থেকে প্রায় ছিটকে যাচ্ছিল, তখনও অমল বিশ্বাস হারাননি। দলের প্রতি তাঁর আস্থা, পরিকল্পনা এবং সংযমই ফিরিয়ে আনে ভারতকে বিজয়ের পথে। তাঁর ভাষায়, ‘সম্পূর্ণ দাপট দেখানোর মাঝে একটা-দু’টো হোঁচট অস্বাভাবিক নয়। আর এখন দেখুন;আমরাই বিশ্বজয়ী।’

এই জয় শুধু ভারতীয় মহিলা দলের নয়, বরং অমল মুজুমদারেরও ব্যক্তিগত পুনরুত্থানের গল্প। জাতীয় দলের হয়ে কখনও না খেলেও, ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অবদান আজ অমর হয়ে রইল। তিনি প্রমাণ করলেন, জার্সি নয়; দৃষ্টিভঙ্গিই আসল। যিনি একসময় দলের বাইরে ছিলেন, তিনিই আজ সেই দলের অভিভাবক হয়ে বিশ্বজয়ের গল্প লিখলেন। তাই সৌরভ- রাহুল- লক্ষ্মণদের দিকে আজ নিশ্চিন্তে তাকিয়ে বলতে পারেন অমল, ‘টুনির ঘরে যে ধন আছে, তা আমি খুঁজে পেয়েছি।’

ভারতের এই জয় কেবল এক ট্রফি নয়; এটি এক অসমাপ্ত স্বপ্নের পূরণ, অমল মুজুমদারের মতো এক কিংবদন্তির নীরব প্রতিশোধ।

বাঙালিনীর বিশ্বজয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে যখন ভারতের মেয়েরা দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো একদিনের বিশ্বকাপ জিতল, তখন গ্যালারির এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষরা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠেছিলেন; রিচা! রিচা! কারণ, এই জয়যাত্রার অন্যতম স্থপতি শিলিগুড়ির সেই তরুণী; রিচা ঘোষ। মাত্র ২১ বছর বয়সেই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের সবচেয়ে ভয়ংকর ফিনিশারদের তালিকায় নিজের নাম লিখিয়ে ফেলেছেন তিনি। রিচার ব্যাটিং মানেই আগ্রাসন, আত্মবিশ্বাস আর নির্ভীকতা। ছোট শহরের মেয়ে হয়েও যে বিশ্বমঞ্চে আলো ছড়ানো যায়, তার জীবন্ত উদাহরণ রিচা।

যে বছর বাইশ গজে বাঙালির বিশ্বজয়ের স্বপ্ন মুখ থুবড়ে পড়ল, সেই ২০০৩ সালে সিলিগুড়িতে জন্ম রিচার। বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ স্থানীয় ক্রিকেট সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছোট থেকেই মেয়ের প্রতিভা চিনেছিলেন তিনি। শহরের ছেলেদের সঙ্গে মাঠে অনুশীলন করতেন রিচা; যেখানে গতি ছিল, বাউন্স ছিল, আর ছিল লড়াই। সেই লড়াই থেকেই গড়ে উঠেছে তাঁর মানসিক দৃঢ়তা। মাত্র ১৬ বছর বয়সে ভারতের জার্সি গায়ে

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক রিচার। শুরুটা সহজ ছিল না। প্রথম কয়েকটি ম্যাচে সাফল্য না এলেও, নিজের খেলার ধরন বদলাননি তিনি। বরং আরও আত্মবিশ্বাসী হয়েছেন। মিডল অর্ডারে নেমে দলের ইনিংসকে ধরে রাখা কিংবা শেষ ওভারে ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচ শেষ করা; দুটোতেই সমান পারদর্শী রিচা। তাঁর উইকেটকিপিং দক্ষতাও দলের বড় ভরসা। ২০২৫ সালের বিশ্বকাপে তাঁর পারফরম্যান্স মোটের ওপর অসাধারণ। কলকাতায় পা রাখার পর থেকে রিচার কোচ শিবশংকর পাল আজও গর্বভরে বলেন, ‘ছোটবেলা থেকেই ওর মধ্যে ছিল আলাদা আগ্রাসন আর আত্মবিশ্বাস। বয়সে ছোট হলেও ছেলেদের সঙ্গে সমানতালে অনুশীলন করত। কখনও ভয় পেত না দ্রুত গতির বলকে, বরং চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিত। সকালে প্রথমে মাঠে আসত রিচা, আর শেষ পর্যন্ত থাকত সে-ই। আমি তখনই বুঝেছিলাম, মেয়েটি একদিন বড় কিছু করবে।’ শিবশংকর পাল আরও বলেন, তআজ যখন দেখি রিচা ভারতের হয়ে বিশ্বকাপ জিতেছে, মনে হয়; পরিশ্রম সত্যিই কখনও ব্যর্থ হয় না।’ সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৬ বলে ২৬ রানের ইনিংস এবং ফাইনালে ৩৪ রানের ক্যামিও; ভারতকে এনে দিয়েছে ইতিহাসের প্রথম মহিলা বিশ্বকাপ। ধোনি-ভক্ত রিচার সাফল্য শুধু একটি খেলোয়াড়ের গল্প নয়, এটি এক স্বপ্নের জয়। ছোট শহরের মেয়েরা আজ তাঁর পথ অনুসরণ করছে, বুঝছে যে মেধা ও পরিশ্রম থাকলে কোনও বাধাই অদম্য নয়। আজ শিলিগুড়ির গলিতে গলিতে যে কণ্ঠ শোনা যায়, তা একটাই; ‘রিচার মতো হতে চাই।’

আর রিচা? তিনি নিজেই বলেন, ‘স্বপ্ন দেখা বন্ধ কোরো না, কারণ একদিন সেই স্বপ্নই তোমাকে বিশ্বজয়ী করবে।’ রিচা ঘোষ; ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন সংজ্ঞা, নতুন প্রেরণা।

বিহারের গৌরা বৌরাম আসনে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ, আলোচনার কেন্দ্রে তেজস্বী যাদব ও মুকেশ সাহানি

দরভাঙ্গা, ৫ নভেম্বর: বিহারে প্রথম দফার বিধানসভা ভোটের আগে রাজনৈতিক অঙ্গনে চরম টানাপোড়েন চলছে। বিশেষ করে দরভাঙ্গা জেলার গৌরা বৌরাম বিধানসভা কেন্দ্র ঘিরে নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিরোধীদলীয় নেতা তেজস্বী যাদবকে মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখতে প্রচণ্ড চাপে পড়তে হয়েছে বলে সূত্রের খবর। স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সংখ্যালঘু ভোটারদের অসন্তোষ তাঁকে কৌশল পাল্টাতে বাধ্য করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. সঞ্জয় কুমার জানান, গৌরা বৌরামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষোভের কারণে তেজস্বী যাদব ভরাডুবির আশঙ্কা করেছিলেন। তাই বিকাশশীল ইনসান পার্টি (ভিআইপি)-র প্রার্থী প্রত্যাহারের জন্য তেজস্বীর পক্ষ থেকে চাপ সৃষ্টি হয়। রাজদ শিবিরের ভেতরে আশঙ্কা ছিল; সংখ্যালঘুদের রুষ্টতা একাধিক আসনে ফল খারাপ করতে পারে। এই কারণেই মুকেশ সাহানির ভাই সন্তোষ সহনিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। ফলত, সহনি সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক দিক থেকে এ পরিস্থিতি তেজস্বীর জন্য বড় বিপদ হয়ে উঠেছে বলে বিশ্লেষকদের মন্তব্য। মুকেশ সহনির জন্যও এটি বড় ধাক্কা। যদিও তেজস্বী যাদব তাঁকে উপমুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন, আরজেডি এই কেন্দ্রে এমন এক প্রার্থীর পাশে দাঁড়িয়েছে, যাকে কয়েক দিন আগেই দল থেকে ছয় বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, আফজল আলি খান নামের ওই নেতা প্রথমে আরজেডি থেকে প্রার্থী মনোনীত হন। পরে তাঁর ওপর দলবিরোধী কাজের অভিযোগ এনে তাঁকে নিষ্কাশন করা হয়। কিন্তু আফজল নাম প্রত্যাহার না করায় স্থানীয় সংখ্যালঘু নেতাদের বিরোধ বেড়ে যায় এবং মাত্র একদিনের মধ্যেই তেজস্বী তাঁর সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের ঠিক আগে আফজল আলিকেই মহাগঠবন্ধনের আনুষ্ঠানিক প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে, মুকেশ সাহানির দল ভিআইপি, যেটি একসময় ৬০টি আসনে লড়ার দাবি করেছিল, এবার সেই সংখ্যা নেমে এসেছে মাত্র ১০-এ। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে ১৫টি আসনে প্রার্থী ছিল, তার মধ্যে ২ জন ইতিমধ্যেই মাঠের বাইরে চলে গেছেন। সুগৌলি ও কুশেশ্বরস্থানে প্রার্থীপত্র বাতিল, তারাপুরে ভিআইপি প্রার্থী বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, চেনপুরে আরজেডি ভিআইপি-র বিরুদ্ধে নিজস্ব প্রার্থী দিয়েছে, আর গৌরা বৌরামে মুকেশ সহনির ভাইকেই সরে যেতে হয়েছে। গৌরা বৌরাম কেন্দ্রের এই অস্থিরতা শুধুমাত্র দুটি দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব নয়, বরং রাজ্যের সংখ্যালঘু ও পিছিয়ে পড়া সমাজের ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির সূক্ষ্ম ভারসাম্যকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

বিহার নির্বাচন: আজ প্রথম দফার ভোট, বুধবার চলল চূড়ান্ত প্রস্তুতি

পটনা, ৫ নভেম্বর: বিহারে আজ বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পর্বের ভোটগ্রহণ। বুধবার রাত পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ছিল চূড়ান্ত প্রস্তুতির ব্যস্ততা। মোট ১৮টি জেলার ১২১টি আসনে আজ ভোট হচ্ছে। এই দফায় ১৩১৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন। রাজধানী পাটনায় বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ভোটকেন্দ্রগুলিতে ইভিএম বিতরণ সম্পন্ন হয়। কর্মকর্তারা এবং প্রিসাইডিং অফিসাররা বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত ভোটের প্রশাসনিক মহড়ায় যুক্ত ছিলেন। প্রতিটি কেন্দ্রের নিরাপত্তা এবং ভোটদানের সামগ্রী সঠিকভাবে পৌঁছেছে কিনা, তা নিশ্চিত করতে পুলিশ প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্ক ছিল। ছাপড়ার পুলিশ সুপার কুমার আশীষ জানিয়েছেন, বুধবার রাত পর্যন্ত প্রথম ধাপের ভোটকে শান্তিপূর্ণ ও নির্ভয় করতে সমস্ত দফায় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। জেলা ও রাজ্য প্রশাসন সোশ্যাল মিডিয়া এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নজরদারি চালাচ্ছে যাতে কোনও বেআইনি প্রচার না হয়। ইতিমধ্যে প্রায় ২১ হাজার জনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ৬০০ জনকে জেলার বাইরে পাঠানো হয়েছে। মুকেশ সহনির ভাই সন্তোষ সহনির গৌরা বৌরাম আসন থেকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার সমগ্র রাজনীতিক মহলে জোর আলোচনা চলেছে। জেডিইউ নেতা নীরজ কুমার বলেছেন, ‘ভিআইপি দল এখন রাজনৈতিকভাবে আত্মসমর্পণ

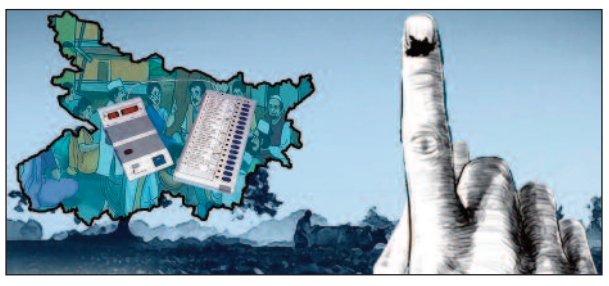

করেছে। পিছিয়ে পড়া শ্রেণি এই বিশ্বাসঘাতকতাকে মনে রাখবে।’ অন্যদিকে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব প্রতিক্রিয়া দিয়ে জানান, ‘এটি মুকেশ সহনির নিজের সিদ্ধান্ত, আমরা তাঁকে সমর্থন করি।’

একই দিনে দ্বিতীয় দফার প্রচারও পুরোদমে চলেছে। বুধবারই বিহারের বিভিন্ন স্থানে প্রচার সভা করেছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, রাজনাথ সিংহ, চিরাগ পাসওয়ান, যোগী আদিত্যনাথ, হেমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং তেজস্বী যাদব। এদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন (ললন) সিংয়ের ভাইরাল ভিডিও ঘিরে বিতর্ক বুধবারও চলেছে। তিনি বলেন, তভিডিওটির কেবল একটি অংশ প্রচার করা হচ্ছে, পুরো ভিডিও দেখলে আসল সত্য সামনে আসবে।দ পূর্ণিয়ায় বুধবার রাতে এক রাজনীতিক পরিবারের তিন সদস্যের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাও রাজ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে এবং তদন্ত শুরু করেছে। আজকের ভোটকে ঘিরে বিহার রাজ্যজুড়ে উত্তেজনা, আশাবাদ ও প্রতিযোগিতার এক মিশ্র আবহ সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার রাত পর্যন্ত ব্যস্ত প্রশাসনিক প্রস্তুতি এবং প্রচার শেষে আজ সকাল থেকেই শুরু হয়েছে গণতন্ত্রের উৎসব।

বিহার ভোটের ঠিক আগে বিজেপিকে ধাক্কা, আরজেডিতে যোগ ললন পাসওয়ানের

পটনা, ৫ নভেম্বর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম ধাপের ভোটের আগের দিন এনডিএ জোটে বড় ভাঙন দেখা দিল। বিজেপির পীরপৈন্তী কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক ললন পাসওয়ান বুধবার রাবড়ি দেবী ও তেজস্বী যাদবের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আরজেডিতে যোগ দেন। দলের প্রার্থী তালিকায় নাম কাটা পড়ায় ললন দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষুব্ধ ছিলেন। অবশেষে নির্বাচনের আগের দিন তিনি বিজেপি ছেড়ে তেজস্বীর দলে নাম লেখান। আরজেডি মুখপাত্র এজাজ আহমেদ জানান, ললন পাসওয়ানকে দলে স্বাগত জানিয়েছেন তেজস্বী যাদব নিজে। তাঁর মতে, এই যোগদান রাজ্যে সামাজিক ন্যায়ের রাজনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে। দলবদলে বিজেপিকে এক হাত নেন তেজস্বী যাদব। তিনি বলেন, ‘বিজেপি দুর্ব্যবহার করেছে দলিত সমাজের সঙ্গে। শুধু ভোটের সময় তাদের ব্যবহার করে, কিন্তু অধিকার দেওয়ার প্রসঙ্গে সবসময় পিছিয়ে যায়।’ তেজস্বীর দাবি, ললন পাসওয়ানের মতো অনেকেই এখন লালু যাদবের সামাজিক ন্যায়ের নীতিতে আস্থা রেখে আরজেডির সঙ্গে আসছেন।উল্লেখ্য, ললন পাসওয়ানই সেই নেতা, যিনি ২০২০ সালে অভিযোগ করেছিলেন যে, লালু যাদব জেল থেকে ফোন করে তাঁকে সরকার ফেলার পরিকল্পনায় যোগ দিতে বলেছিলেন। এবারের নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী না করায় ১৬ অক্টোবর তিনি দল থেকে ইস্তফা দেন। বর্তমানে পীরপৈন্তী আসনে আরজেডি থেকে রামবিলাস পাসওয়ান, বিজেপি থেকে মুরারি পাসওয়ান, জন সুরাজ পার্টি থেকে ঘনশ্যাম দাস, বিএসপি থেকে সুনীল চৌধুরি এবং আম আদমি পার্টি থেকে প্রীতম কুমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই কেন্দ্রের ভোট ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।